গণতন্ত্র

For the Students • By the Students • Of the Students

July, 2021 রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ষাণ্মাসিক ই-পত্রিকা Vol. II, Issue I

প্রচ্ছদ প্রবন্ধ

পরিবেশ, সমাজ ও রাজনীতিঃ সমস্যা ও উত্তরণ
(Environment, Society and Politics: Problems and Prospect)

১। জলবায়ু পরিবর্তনের পটভূমি ও ভবিষ্যৎ ২। পরিবেশ সংকট ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ
৩। পরিবেশ ও ভারতীয় সংবিধান ৪। টেকসই উন্নয়নে গ্রীন গভর্নেন্সঃ প্রেক্ষিত ভারত
৫। উন্নয়ন, পরিবেশ ও মানবাধিকারঃ একটি ত্রিমুখী সমীকরণ পর্যালোচনা

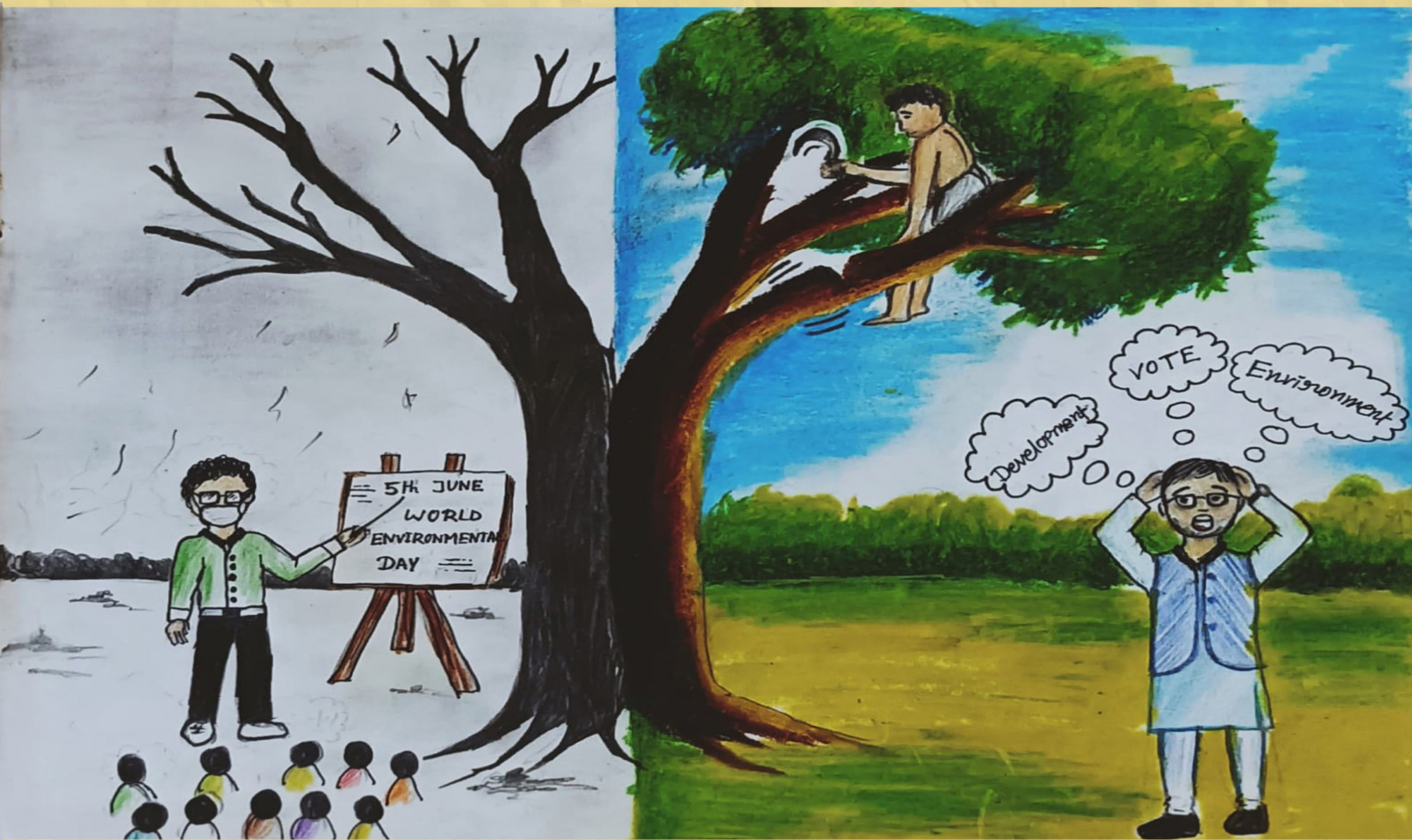

নিয়মিত বিভাগ

• শ্রদ্ধা • সাম্প্রতিক ইস্যু • ক্যুইজ
• পুস্তক পর্যালোচনা • বিভাগের অন্দরমহল • প্রাক্তনী সমাচার

মুখ্য উপদেষ্টাঃ শ্রীকৌস্তভ ভট্টাচার্য্য, ভার-প্রাপ্ত অধ্যক্ষ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

উপদেষ্টা মন্ডলীঃ পরিচলন সমিতির মাননীয়া সভাপতি সহ অন্যান্য সদস্য ও সদস্যা এবং একাদেমিক সাব কমিটির সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

সম্পাদকঃ শ্রীপ্রসেনজিৎ সাহা, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

সহযোগী সম্পাদক মন্ডলীঃ সফিউল ইসলাম খান, সহকারী অধ্যাপক। শ্রী স্বপন কুমার বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক। মৃণাল সিংহ বাবু, স্টেট এডেড কলেজ টিচার। রিংকি বিশ্বাস, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

পত্রিকাস্বত্বঃ করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ প্রকাশকাল : ৩রা জুলাই, ২০২১

দ্বিতীয় ভলিউম, প্রথম ইস্যু। (ই -পত্রিকা /ই-এডিসন) ।

পত্রিকায় উল্লিখিত বা লিখিত মন্তব্য লেখকের নিজের, প্রতিষ্ঠান বা সম্পাদকের নয়।

প্রকাশক: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

মতামত বা অভিযোগ বা ম্যাগাজিন সম্পর্কে যেকোনো মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
politicalscience@karimpurpannadevicollege.ac.in

Website Link : https://karimpurpannadevicollege.ac.in/Emagazine.aspx

@ পত্রিকা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ব্যতীত পত্রিকার যে কোন অংশের অনুলিপি অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

মুদ্রণ ও ডি টি পি : শ্রী জয়ন্ত দত্ত, নবদ্বীপ ।

প্রচ্ছদ : শর্মিলী শীল, নবদ্বীপ।

বিষয় সূচীঃ

সম্পাদকের কলমেঃ- 4

শ্রদ্ধা

১। শঙ্খ ঘোষ -সাহিত্য জগতে মহা নক্ষত্রের পতনঃ • সঞ্জু মণ্ডল 6
২। শতবর্ষে সত্যজিৎ রায় • অনন্যা পাল 8

সাম্প্রতিক ইস্যু

১। করোনার দ্বিতীয় ঢেউঃ অধিক তীব্র, আরো ভয়ানক • সুস্মিতা মন্ডল, মামনি বিশ্বাস ও মৌমিতা বিশ্বাস 10
২। কেন্দ্রীয় সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পঃ একরাশ নয়া বিতর্ক • যুক্তলেখা রায় ও মলি দাস বৈরাগ্য 12
৩। পশ্চিমবঙ্গের সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনঃ এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় • শ্রাবণী দাস, মৌমিতা ঘোষ, সৌরভ সরকার ও সুস্মিতা মণ্ডল 13
৪। স্বাধীন বাংলাদেশের ৫০ বছর সুবর্ণজয়ন্তীঃ প্রত্যাশা, বাস্তবতা ও অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা • আলামিন শেখ ও সুজয় মণ্ডল 16
৫। ভ্যাকসিন বিভ্রাট • রাখি দাস বৈরাগ্য ও সোনালী খাতুন 18
৬। কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধঃ প্রেক্ষিত – পশ্চিমবঙ্গ • অসম রেজা ও বর্ষা খাতুন 20
৭। ২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গের সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচন ও মহিলা ভোটারঃ একটি বিশ্লেষণ • রিংকি বিশ্বাস 21

প্রচ্ছদ প্রবন্ধ

১। জলবায়ু পরিবর্তনের পটভূমি ও ভবিষ্যৎ • ওয়াসিম রেজা 24
২। পরিবেশ সংকট ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ • শ্রী স্বপন কুমার বিশ্বাস 26
৩। পরিবেশ ও ভারতীয় সংবিধান • বর্ষা বিশ্বাস 30
৪। টেকসই উন্নয়নে ‘গ্রীন গভর্নেন্স’ : প্রেক্ষিত ভারত • মৃণাল সিংহ বাবু, 32

৫। উন্নয়ন, পরিবেশ ও মানবাধিকারঃ একটি ত্রিমুখী সমীকরণ পর্যালোচনা • রিচা শর্মা, লাবনী হালদার ও সুস্মিতা রায় 35

ক্যুইজ বিভাগ

• বিশ্বজিৎ পাল 37

পুস্তক পর্যালোচনা

১। রাজনৈতিক তত্ত্ব পরিচয় মৌলিক ধারণা • সৌম্যদীপ কর্মকার 39

বিভাগের অন্দরমহল 40

প্রাক্তনী সমাচার

১। আমার চোখে আমার বিভাগ • শ্রী রাজেশ রায় 42

ক্যুইজের উত্তর 45

সম্পাদকের কলমেঃ-

“শিশুর বাসযোগ্য” করে যেতে হলে...

ছোটবেলার মুখস্ত বলতে অভ্যস্ত একটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে আলোচনা শুরু করি -

তিনকড়ি। তোলপাড়িয়ে উঠল পাড়া,
তবু কর্তা দেন না সাড়া। জাগুন শিগগির জাগুন।
কর্তা। এলারামের ঘড়িটা যে চুপ রয়েছে, কইসে বাজে-
তিনকড়ি। ঘড়ি পড়ে বাজবে, এখন ঘরে লাগলো আগুন।
কর্তা। অসময়ে জাগলে পরে, ভীষণ আমার মাথা ধরে-
তিনকড়ি। জানালাটা ঐ উঠল জলে, উর্ধ্বশ্বাসে ভাগুন।
কর্তা। বড্ড জ্বালায় তিনকড়িটা-
তিনকড়ি। জ্বলে যে ছাই হলো ভিটা, ফুটপাতে ওই বাকি ঘুমটা শেষ করতে লাগুন।

(খাপছাড়া কাব্যগ্রন্থ)

পরিবেশের গতিবিধি, বিশ্ব উষ্ণায়ন ও তার ভয়াবহতা দেখে এই কবিতার লাইনগুলো খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছিল। কিছু সচেতন বিজ্ঞানী, সক্রিয় সমাজকর্মী ও অলাভজনক সংস্থা 'তিনকড়ির' মতো বারবার করে আমাদের 'ঘুম ভাঙ্গানোর' চেষ্টা করছে। আর আমরা 'কর্তাবাবু' সেজে জেগে ঘুমোচ্ছি। আমাদের শিয়রে বিপদ, সে বিষয়ে আমাদের কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। অনাগত ভবিষ্যতের জন্য রচিত এই পঙক্তিগুলিতেই ধরা পড়েছে আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বৃহৎ ও ভয়াবহ বিপদ (UNO ভাষায় biggest threat to life on earth in the 21st century) থেকে মানবসভ্যতাকে সচেতন কারবার এক বার্তা। আমরা জানতাম আমরা বাঁচলে পরিবেশ বাঁচবে, কিন্তু সূত্রটা অন্য, পরিবেশ বাঁচলে আমরা বাঁচবো। আমাদের সীমাহীন লোভ, প্রবল ভোগবাদের চাহিদাকে পূরণ করতে গিয়ে আমাদের যথার্থ প্রয়োজনের সীমাকে আমরা অতিক্রম করেছি, উন্নয়নের যজ্ঞে প্রকৃতিকে ধ্বংস করেছি, যে ডালে আমরা বসেছি সেই ডাল কেই কাটতে লেগেছিলাম। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে।

উভয়মুখী সমস্যা ও সমাধানের উদ্যোগ:

বড় অদ্ভুত এক সমস্যায় মানবসভ্যতা দাঁড়িয়ে রয়েছে। মানবসমাজের বিকাশের জন্য উন্নয়ন দরকার এবং উন্নয়ন করতে গেলে পরিবেশে হাত দিতে হবে। আবার পরিবেশ নষ্ট হলে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার লঙ্ঘিত হবে। চিপকো, নর্মদা বাঁচাও, সাইলেন্ট ভ্যালি সবক্ষেত্রেই প্রশ্নগুলো বারবার এসেছে। এর সমাধান হিসেবে আশির (৮০) দশকে 'সুস্থায়ী উন্নয়নের' ধারণা আসে। UNO একাধিক উদ্যোগ নেয়। নব্বইয়ের দশকে তৈরি হয়- Inter-governmental panel on Climate change (IPCC), ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়- The United Nations Framework Convention on Climate change (UNFCCC)। কিন্তু ঠিক ৩০

বছর ধরে এরপর প্রায় চব্বিশটি Conference of Parties(COP) বা দেশগুলির সম্মেলন হয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রত্যেকে তার কার্বন নিঃসরণের মাত্রা হ্রাসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যাকে পরিভাষায় Intended Nationally Determined Contributions (INDC) বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কিসের কি? এখানেও উত্তর-দক্ষিণ বিতর্ক, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলি একে অপরের সঙ্গে দোষারোপের পালায় মত্ত।

ভয়াবহতার প্রভাব:

২০১২ খ্রিস্টাব্দে Climate Vulnerability Monitor হিসাব কষে বলেন যে, শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রতিবছর পৃথিবীতে চার লক্ষ মানুষ মারা যান। যাদের বেশির ভাগ দরিদ্র দেশের । এর ফলে ১২ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ আরো দরিদ্র হবে। প্রকৃতির ভয়াবহতা ও খামখেয়ালিপনা আমাদের চিন্তায় ফেলেছে। প্রতিবছর নিয়ম করে বিধ্বংসী ঝড়, বর্ষা, বন্যা, খড়া প্রকৃতিকে আরো চরম করে তুলছে। এক বছরের বৃষ্টিপাত পরের বছর ওই রেকর্ডকে ভেঙে দিচ্ছে । ঠান্ডার ক্ষেত্রেও, গরমের ক্ষেত্রেও একই রকম। ২০০১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত এই ১৭ বছরের মধ্যে ১৬ বছরেই ছিল পূর্বের তুলনায় অধিক গরম, যা ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের পর ধারাবাহিক ভাবে লক্ষ্য করা গেছে।

কি করতে হবে:

লক্ষ্য তাহলে কি? পৃথিবীর তাপমাত্রা যেন প্রাক শিল্পভিত্তিক (pre- industrial) সমাজের সময়কার তাপমাত্রা তুলনায় ১°C, ২°C বা ৩°C ডিগ্রী সেলসিয়াস মধ্যে থাকে বা বৃদ্ধি না পায়। বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি? কার্বন নিঃসরণ। তাহলে কি করতে হবে? তার নিঃসরণের মাত্রা কমাতে হবে। কার্বন বাজেট (Carbon budgeting) করতে হবে, কার্বন ট্রেডিং (Carbon trading) চালু করতে হবে ইত্যাদি। দেশের অভ্যন্তরের সরকারের নীতিনির্ধারকদের আরো সচেতন হতে হবে। ইকো ফ্রেন্ডলি (Eco friendly) বা পরিবেশবান্ধব মানসিকতা কার্যকর করতে হবে। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে, জীবাশ্ম জ্বালানি (যা পরিবেশ দূষণের ৮০% এর জন্য দায়ী) তার বিকল্প ব্যবহারে জোর দিতে হবে। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের নির্বাচনগুলিতে পরিবেশ সংক্রান্ত কোনো ইস্যু থাকেনা। কারণ হয়তোবা 'জনগণের' এই নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আর সেই সুযোগে সরকারি নীতিনির্ধারকরা কেবল 'ধর্ম ও অর্থ' কেই একমাত্র ক্ষমতা দখলের মাধ্যম বলে মনে করে। কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ভুলে যাই যে ২০১৬ সালের তাপমাত্রা ২০১৫ সালের তুলনায় ০.২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বেশি ছিল। বেশিরভাগ মানুষ ভাববেন এত ছোট ক্ষুদ্র নাম্বারের বৃদ্ধি কি আর পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু আমরা ভুলে যাই ০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এর পার্থক্য হল বরফ আর জলের পার্থক্য।

প্রকৃতির যেদিকে তাকাই সেদিকেই ধ্বংসলীলা। জীব প্রজাতি বিলুপ্ত হচ্ছে, জমি বন্ধ্যা হচ্ছে, মরুভূমির বিস্তার বাড়ছে, সমুদ্র দূষিত হচ্ছে। ২০১৯ সালে প্রকাশিত An Uninhabitable Earth গ্রন্থে ডেভিড ওয়ালেস- ওয়েলস জানাচ্ছেন আমরা যদি

এরকম ভাবেই জীবন যাপন করতে থাকি এবং বাতাসে কার্বন ছড়াতে থাকি, তাহলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রি বেড়ে যাবে এবং সেই তাপমাত্রায় বিষুবীয় বা নিরক্ষীয় অঞ্চলের কোন মানুষ যদি বাড়ির বাইরে বেরোয় তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য । তাই জিডিপির হিসেবে ভারত হয়তো ৪% থেকে ৫% এ উঠছে , কিন্তু পরিবেশের ধ্বংসের খরচে ৭% থেকে ৯% নেমে যাচ্ছে। আমরা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য কোন পৃথিবী রেখে যাচ্ছি? (দেশ, ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২০) । আমাদের এইবারের পত্রিকার ইস্যুতে প্রচ্ছদ নিবন্ধ হিসেবে, 'পরিবেশ, সমাজ ও রাজনীতি: সমস্যা ও উত্তরণ'- এর যে বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছিল, সেটি শুধু রাজনীতির ছাত্রছাত্রীদের কাছে নয় সকল শিক্ষার্থীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র ৫০ নম্বরের পরিবেশ বিদ্যার আবশ্যিক পত্র পড়লেই পরিবেশ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায় না। তার জন্য সাধারণ কিছু বিষয়ে ধারণা থাকা প্রয়োজন। সচেতন থাকা প্রয়োজন। আমরা এই ইস্যুতে উক্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিকে দৃষ্টিপাত করবার চেষ্টা করেছি। বিভাগীয় শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের পাশাপাশি করিমপুর পান্নাদেবী কলেজের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ওয়াসিম রেজা আমাদের জন্য কলম ধরেছেন। এছাড়াও বাকি অন্যান্য বিভাগ যথাবিহিত ভাবেই সংকলিত করা হলো।

****

শ্রদ্ধা

শঙ্খ ঘোষ

সাহিত্য জগতে মহা নক্ষত্রের পতনঃ

(৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ - ২১শে এপ্রিল ২০২১)

সঞ্জু মণ্ডল, ষষ্ঠ সেমিস্টার,
সাম্মানিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ।

পৃথিবী যেন এক ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছে; করোনার বাড়বাড়ন্তে মানুষ যখন অসহায় ঠিক তখনই এপ্রিল মাসে সমগ্র বাঙালির জীবনে আবারো শোকের ছায়া নেমে এসেছিল বিখ্যাত ভারতীয় বাঙালি কবি ও সাহিত্য সমালোচক শঙ্খ ঘোষের মৃত্যুতে। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন কবি সাহিত্যিক আবার অন্যদিকে বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ছিলেন। অলীক এর মধ্যে তিনি ছিলেন কাব্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দাশের উত্তরসূরী। শঙ্খ ঘোষের আসল নাম চিত্রপ্রিয় ঘোষ। তার পিতা মনীন্দ্রকুমার ঘোষ; মাতা অমলা ঘোষ। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলায় ৫ ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বংশানুক্রমিক ভাবে পৈতৃক বাড়ি বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বানারীপাড়া গ্রামে। শঙ্খ ঘোষ বড় হয়েছিলেন পাবনায়। পাবনার চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯৫১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলায় কলা বিভাগে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি বঙ্গবাসী

কলেজ, সিটি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতীর সহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। বাংলা কবিতার জগতে শঙ্খ ঘোষ অপরিসীম অবদান রাখেন। "দিনগুলি রাতগুলি, বাবরের প্রার্থনা, সুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে, গান্ধর্ণ কবিতাগুচ্ছ তার উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ। শব্দ আর সত্য, উর্বশীর

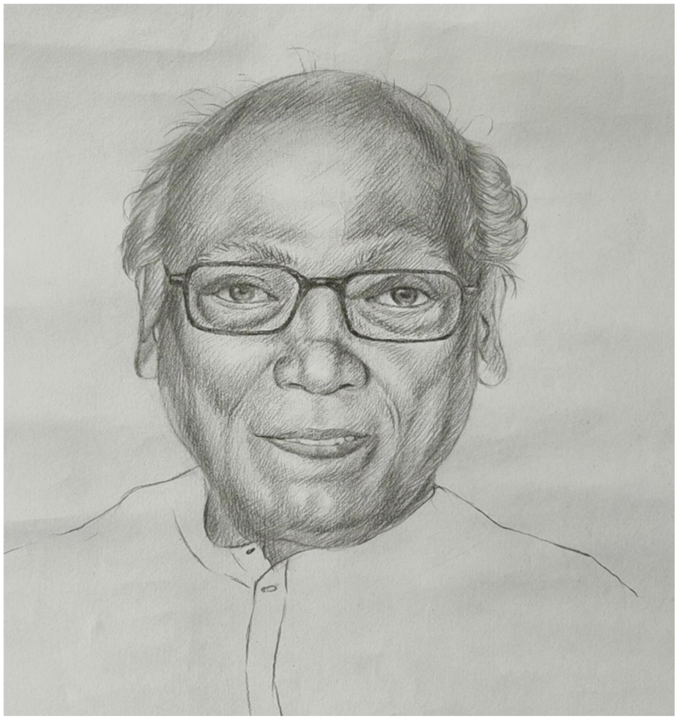

ছবি অঙ্কনেঃ
রুবিনা খাতুন, প্রথম সেমিস্টার, বিএসসি, (বায়ো) সাধারণ, ২০২১

হাসি, এখন সব অলীক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ। তার লেখা বছরের-পর-বছর দুই বাংলায় চর্চিত জনপ্রিয়। কবিতার পাশাপাশি তিনি রবীন্দ্রচর্চা প্রসিদ্ধ ছিলেন। ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ তার উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ। প্রাবন্ধিক হিসেবেও সুবিদিত ছিলেন। শঙ্খ ঘোষ প্রাথমিকভাবে কবি রূপে পরিচিত হলেও তার গদ্য রচনার সংখ্যা বিপুল। তিনি কবিতা এবং গদ্য সাহিত্য মিলিয়ে যে বিরাট মাপের কাজ করেছে ইতিমধ্যেই তার দ্বিতীয় তুলনা নেই; কবিতায় লিখেছেন 'নিহিত পাতালছায়া'; 'আদিম লতা-গুল্মময়'; ' পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' র মধ্য অবিস্মরনীয় সব বই। ১৯৭৭ সালে শঙ্খ ঘোষ নরসিংহ দাস পুরস্কার এবং সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার (বাবরের প্রার্থনা); ১৯৮৯ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার (ধুম লেগেছে হৃদকমলে); সরস্বতী পুরস্কার (গন্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ); ১৯৯৯ সালে সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার (রক্ত কল্যাণ); ১৯৯৯ সালে বিশ্বভারতীর দ্বারা দেশকোত্তম পুরস্কার ২০১১ সালে ভারত সরকারের পদ্মভূষণ পুরস্কার : ২০১৬ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ইত্যাদি বিভিন্ন পুরস্কারের সমৃদ্ধ হয়েছেন। ২০২১ সালের ১২ই এপ্রিল থেকে সর্দি কাশিতে ভুগছিলেন। ১৪ই এপ্রিল তার করোণা পজিটিভ আসে। কোভিডের বাড়বাড়ন্তের কারনে কবি হাসপাতালে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন তাই সেই থেকে তিনি ঘরোয়া নিভৃতবাসে তথা আইসলোশনেই ছিলেন এবং সেখানেই কবির চিকিৎসা চলছিল। তবে শেষমেষ কোভিডের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে ২১শে এপ্রিল সকাল ৮টা নাগাদ তিনি নিজ বাসভবনে প্রয়াত হন। কবি মৃত্যুতে জয় গোস্বামী বলেন - "এক মহা বটবৃক্ষের পতন হলো তিনি ছিলেন জাতির বিবেক।" সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন- "শঙ্খ ঘোষের মৃত্যুতে যেন মনে হচ্ছে মাথার ওপর ছাদ সরে গেল।" কবি মৃত্যুতে সকল বাঙালি শোকাহত তবুও কবি শঙ্খ ঘোষ আজীবন সকল বাঙ্গালীর মনে অম্লান বদনে বিরাজ করবেন ও শ্রদ্ধাপূর্ণ জায়গা দখল করে নেবেন নিজের সাহিত্য সৃষ্টি ও তার লেখনীর মাধুর্যের মাধ্যমে।

শতবর্ষে সত্যজিৎ রায়

(২রা মে ১৯২১ - ২৩শে এপ্রিল ১৯৯২)

অনন্যা পাল, প্রথম সেমিস্টার,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সাম্মানিক –২০২১

"বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে,
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া,
একটি ঘাসের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু।।"

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সত্যজিৎ রায় কে শান্তিনিকেতনে এ কথাগুলি শুনিয়েছিলেন। কি অদ্ভুত। সত্যজিতের জীবন পর্যালোচনা করলে এই ক্ষুদ্র জিনিসে বৃহৎকে দেখার একটা দর্শন পাওয়া যায়। গত ২রা মে ২০২১ ছিল সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবার্ষিকী। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাতা। না তিনি শুধু একজন চলচ্চিত্র নির্মাতাই নন সাথে চিত্রনাট্যকার, শিল্পনির্দেশক, সংগীত পরিচালক, লেখক, গায়ক, গ্রাফিক ডিজাইনার। তিনি 'মানিকদা' নামেও পরিচিত।

জন্ম ও শিক্ষাঃ

সত্যজিৎ রায়ের জন্ম কলকাতা শহরের সাহিত্য-শিল্প সমৃদ্ধ সমাজে তথা খ্যাতনামা রায় পরিবারে। তাঁর পূর্ব পুরুষের ভিটা ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের কিশোরগঞ্জে (বর্তমানে বাংলাদেশ) কটিয়াদী উপজেলার মসূয়া গ্রামে। তিনি ২রা মে ১৯২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সুকুমার রায় এবং মাতা সুপ্রভা রায়। তাঁর পিতামহ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। সত্যজিৎ রায় বড় হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি নিয়ে পড়তে যান। ১৯৪০ সালে তার মা তাকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। কলকাতা প্রেমী সত্যজিৎ শান্তিনিকেতনের শিক্ষার পরিবেশ সম্বন্ধে ধারণা উচ্চ পোষণ করতেন না। কিন্তু শেষে মায়ের জন্য ও রবি ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার ফলে রাজি হন। নিয়ম অনুসারে শান্তিনিকেতনে পাঁচ বছর

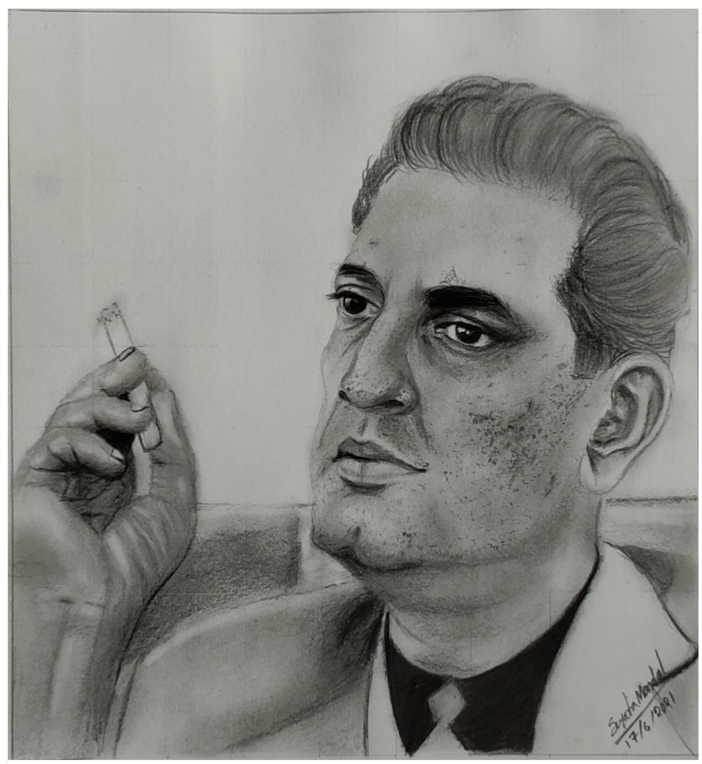

ছবি অঙ্কনেঃ সুজাতা মন্ডল, তৃতীয় সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ, সাম্মানিক, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

পড়াশোনা করার কথা থাকলেও তার আগেই ১৯৪৩ সালে তিনি কলকাতায় চলে আসেন।

কর্মজীবন:

সত্যজিৎ রায়ের কর্মজীবন শুরু হয় কলকাতাতে। ব্রিটিশ বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি.জে.কিমারে মাত্র ৮০ টাকা বেতনের বিনিময় 'জুনিয়র ভিজুয়ালাইজার' হিসেবে যোগ দেন। তিনি প্রচুর বইয়ের প্রচ্ছদ ডিজাইন করেন, যার মধ্যে জিম করবেটের 'ম্যানইটার্স অব কুমায়ুন' ও জহরলাল নেহেরুর 'দা ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সালে সত্যজিৎ রায় সচিদানন্দ দাশগুপ্ত ও অন্যান্যদের সাথে মিলে কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫০ সালে সত্যজিৎ রায় তাঁর দুরসম্পর্কের বোন ও বহুদিনের বান্ধবী বিজয় দাসকে বিয়ে করেন। ইতালি ও নব্য বাস্তববাদী ছবি 'লাদ্রি দি বিচিক্লেও' (সাইকেল চোর) তার ওপর প্রভাব ফেলে। পরে তিনি বলেছিলেন যে ওই ছবিটি দেখে সিনেমা হল থেকে বের হওয়ার সময় তিনি ঠিক করেন যে তিনি একজন চলচ্চিত্রকার হবেন।

অনবদ্য ও যুগান্তকারী সৃষ্টিঃ

তারপরে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটির ওপর চলচ্চিত্র বানানোর কথা ঠিক করেন। ১৯৫৫ সালে ছবিটি নির্মাণ সম্পন্ন হয় ও সেই বছরই এটি মুক্তি পায়। এই ছবিটি ১১ টি পুরস্কার লাভ করে। পরবর্তীতে অপরাজিত (১৯৫৫) ও অপুর সংসার (১৯৫৯) তৈরি হয়। পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপুর সংসার এই তিনটি একত্রে 'অপু-ত্রয়ী' নামে পরিচিত। এই চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম হিসেবে বহুল স্বীকৃত। এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য সিনেমা হল- দেবী, চারুলতা, মহানগর, তিন কন্যা, অভিযান, অরণ্যের, দিনরাত্রি, প্রতিবন্ধী, সীমাবদ্ধ, জন অরণ্য, ঘরে-বাইরে, গণশত্রু, আগন্তুক, জলসাঘর ইত্যাদি। ১৯৭৭ সালে তিনি 'শতরঞ্জ কে খিলারী' নামের একটি হিন্দি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এছাড়াও তথ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র, ধারাবাহিক, বিজ্ঞাপনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

শুধু চলচ্চিত্রটির নয় বাংলা সাহিত্যেও তার অবদান রয়েছে। তুমি প্রচুর ছোট গল্প লিখেছেন। ননসেন্স ছড়ার বই লিখেছেন। তিনি বিখ্যাত তিন চরিত্রের স্রষ্টা। একটি হলো প্রাতিজনিক গোয়েন্দা ফেলুদা, বৈজ্ঞানিক প্রফেসর শঙ্কু ও চিরকুমার মজলিশি বৃদ্ধ তারিণী খুড়ো। তিনি অর্থ সঞ্চয় করে তার পিতামহের 'সন্দেশ' পত্রিকাটি আবার চালু করেছিলেন।

কৃতিত্ব ও সম্মান প্রাপ্তিঃ

সত্যজিৎ রায় তাঁর জীবন দশায় অনেকগুলি পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৮৭ সালে ফ্রান্সের সরকার তাকে সে দেশের বিশেষ সম্মান সূচক পুরস্কার 'লেজিওঁ দনরে' ভূষিত করে। ১৯৮৫ সালে পান ভারতের সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র পুরস্কার 'দাদাসাহেব ফালকে'। তিনি দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব যাঁকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে। ১৯৯২ সালে 'অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড

সায়েন্সেস' তাকে আজীবন সম্মাননাস্বরূপ একাডেমি সম্মানসূচক পুরস্কার প্রদান করে (অস্কার)। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেই ভারত সরকার তাকে প্রদান করে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'ভারতরত্ন'। মৃত্যুর পরে তাকে মরণোত্তর 'আকিরা কুরোসাওয়া' পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১৯৯২ সালের ২৩শে এপ্রিল হঠাৎ করেই এই নক্ষত্রের অবসান ঘটে হৃদযন্ত্রের জটিলতার কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আজকাল ইংরেজিতে একটি প্রবাদ বাক্য খুব চালু আছে। সেটি হল 'Larger than life', যার অর্থ হলো যখন ব্যক্তির কৃতিত্ব ও কর্ম তার জীবনকে (সীমিত আয়ু ভিত্তিক) ছাপিয়ে যায়। বাঙালির 'মানিকদা' ওরফে সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে একথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

সাম্প্রতিক ইস্যু

করোনার দ্বিতীয় ঢেউঃ অধিক তীব্র, আরো ভয়ানক

সুস্মিতা মন্ডল, মামনি বিশ্বাস ও মৌমিতা বিশ্বাস,
ষষ্ঠ সেমিস্টার, সাম্মানিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ২০২১

মহামারী করোনার গ্রাসে বিধ্বস্ত গোটা বিশ্ব। দিন যাচ্ছে করোনা ভাইরাস যেন সারা বিশ্বে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের উহান প্রদেশ থেকে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্বে, মার্চ মাস নাগাদ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এই মরণ ভাইরাস। 'অতি মারি করোনার দ্বিতীয় ঢেউ' কথাটি বারবার শোনা গেলেও আসলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এর কোন যথাযথ সংজ্ঞা নেই। ১৮৮৯ সাল থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত চলা ইনফ্লুয়েঞ্জার সময় থেকে এই দ্বিতীয় ঢেউ কথাটি চলে আসছে। একবার সংক্রমণের মাত্রা তলানিতে পৌঁছে যাবার পরে আবার ফিরে এসেছিল রোগটি তখন সংবাদমাধ্যমে এই রোগটিকে 'দ্বিতীয় তরঙ্গ' বা 'দ্বিতীয় ঢেউ' নামে বলা হয়েছিল। আবার এই মহামারী করোনার ক্ষেত্রে একই নাম দেওয়া হয়েছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছেরে পরে এপ্রিলের শুরু থেকে। ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং সেটা চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছায় এবং লক্ষের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়। তবে আমেরিকা এবং ব্রাজিলের

দৈনিক আক্রান্তের তুলনায় বিশ্ব করোনার অধিকাংশ হচ্ছে ভারতে।

সংক্রমণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যুর পাশাপাশি রোগীদের না পাওয়া দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কারফু, লক ডাউন, জারি করে সংক্রমণ শৃঙ্খলা রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। সারা বিশ্বে যত মানুষ নতুন করে করোনাই আক্রান্ত হয়েছে তার প্রায় অর্ধেকই ভারত থেকে এই তথ্য জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। শুধু তাই নয় বিশ্বে মোট মৃত্যুর চার ভাগে এক ভাগই হয়েছে ভারতে এই করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণে। করোনার প্রথম ঢেউ যা পারেনি, তা হয়েছে দ্বিতীয় ঢেউয়ে। গতবছরের থেকে অনেক বেশি মৃত্যু হয়েছে। এই বছরে ৫ জুন দেশে একদিনে মৃত্যু ৪ হাজার ছাড়ালো, গোটা করোনা পর্ব প্রথমবার দৈনিক মৃত্যু ৪ হাজার ছাড়ালো।

এবছর জানুয়ারিতে আমেরিকা এবং এপ্রিলে ব্রাজিলে দৈনিক ৪ হাজার ছাড়িয়েছিল। ১২ ই জুন ২০২১ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী একদিনে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ৫,২৭৪ জন। এই নিয়ে রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪,৪২,৮৩০। উত্তরপ্রদেশে সংক্রমণ কিছুটা কমলেও দৈনিক মৃত্যু বেড়েছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থানে মৃত্যু হয়েছে দেড়শ জনের বেশি। পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট, ঝাড়খন্ড এবং উত্তরপ্রদেশে মৃতের সংখ্যা শতাধিক।

এই ভয়ঙ্কর মহামারী কে আমরা যে সহজেই হারিয়ে দিতে পারব না তা আমাদের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয়ই বলে দেয়। আর তার জন্যই আমাদের সরকারের এত ভয়। ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কয়েকটি পরিসংখ্যান দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। আমাদের দেশে এই বৃহত্তম গণতন্ত্রের ১০ হাজার মানুষ পিছু ৫.৩ বেড বা শয্যা, যেখানে জাপানে প্রতি দশ হাজারে মানে দশ হাজার মানুষের জন্য ১৩০.৫টি বেড। শুধু তাই নয় বেডের বা শয্যার দুষ্প্রাপ্যতার পাশাপাশি ভারতের প্রতি ১০০০০ জন পিছু নার্স ও চিকিৎসক ৯ জন। অর্থাৎ খামতি সবকিছুতেই।

করোনা সংক্রমনের পাশাপাশি অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু, রোগীদের হাসপাতালে শয্যা না পাওয়া, করোনা পরীক্ষা করে দীর্ঘ অপেক্ষা, খবর আসতে কয়েক সপ্তাহ দেরি। ধীর পরিস্থিতিতে চলছে টিকাকরণ। দেশে মোট টিকাকরণ দেওয়া হয়েছে ১৬ কোটি ৭৩ লক্ষের বেশি। কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে টিকাকরণ সরবরাহ পর্যাপ্ত না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এর মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনার অভাবের জন্য ভারত সরকার সমালোচিত হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে।

এরপরে আবার আসছে তৃতীয় ঢেউ এরি মধ্যে করণা আক্রান্ত রোগীদের আক্রান্ত করছে 'ব্ল্যাক ফাঙ্গাস' বা মিউকরমাইকোসিস। এর সংক্রমণ এর মাত্রা কম হলেও এর এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুর হার ৫০ শতাংশ যেখানে করোনার মাত্র দুই থেকে ৩ শতাংশ। সুতরাং চিন্তার ভাঁজ আবার ভারতবাসীর কাছে। সতর্কবার্তা, ও সচেতনতা না মেনে চললে পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে।

কেন্দ্রীয় সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পঃ একরাশ নয়া বিতর্ক

যুক্তলেখা রায় ও মলি দাস বৈরাগ্য
ষষ্ঠ সেমিস্টার, সাম্মানিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ২০২১

বর্তমানে ভারতবর্ষের সবথেকে আলোচিত ও সমালোচিত বিষয় হলো কেন্দ্রীয় ভিস্তা প্রকল্প বা Central Vista Project। জাতীয় প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের রাজধানী লুটিয়েনস জোনে প্রায় ৮৬ একর জায়গাজুড়ে 'ইন্ডিয়াগেট' ও 'রাষ্ট্রপতি ভবনের' মধ্যবর্তী স্থানে নতুন সংসদ তৈরি চেষ্টা করছেন এটি হলো কেন্দ্রীয় সরকারের ভিস্তা প্রকল্প । ২০২০ সালে ১০ই ডিসেম্বর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রকল্পের শিলোন্যাস করেছিলেন। এই প্রকল্পটির দায়িত্ব দেওয়া হয় গুজরাটের এইট সি পি ডিজাইন সংস্থাকে। এই প্রকল্পের মোট টাকার অংক ছিল প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা।

কোথায় আপত্তি? :

দিল্লির লুটিয়েনসে সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের কাজ নিয়ে অনেকেই আপত্তি দেখিয়েছে। তাদের মতামত এই প্রকল্পের ফলে রাজধানী দিল্লির পরিবেশ অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমনিতেই শুষ্ক; রুক্ষ দিল্লি আবার তারওপর সবুজে আঘাত হলে রাজধানীর জনগণ কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হবে সে নিয়ে সব মহলেই একটা চিন্তার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের প্রায় ১১ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তা খারিজ করে দেয়। এই প্রকল্পের স্থগিতাদেশের জন্য রাজিব সুরি নামে এক ব্যক্তি শীর্ষ আদালতে আবেদন করেন। তার মতে, এই প্রকল্পের ফলে রাজধানীর ৮৬ একর জমির সবুজ নষ্ট হবে যার ফলে সেখানকার জনগণ খোলামেলা পরিবেশ ও সবুজ উপভোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। COVID-19 এ বিপর্যস্ত দেশ ওষুধ নেই, অক্সিজেন নেই, চারিদিকে মৃত্যুর মিছিল দেশের মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত এর মধ্যেই জোরকদমে চলছে সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের নয়া সংসদ ভবন তৈরি। এরূপ করোনা মহামারী পরিস্থিতি যেখানে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আবার লকডাউন ডেকেছেন সেখানে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ এখন চালু রাখা কি প্রয়োজন? এনিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন তুলেছেন। কিছু মামলাকারী আবেদন করেন এই প্রকল্পের কাজ অন্তত ৪-৬ সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়ার। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে কর্ণপাত করতে নারাজ। আবার কিছু কিছু খবর শোনা যাচ্ছে, এই সংসদ ভবন তৈরির জন্য গাছপালা কাটা হচ্ছে পুরনো ভবন ও ঐতিহ্যমন্ডিত জায়গাগুলি ধ্বংস করা হচ্ছে।

প্রতুত্তরঃ

কিন্তু অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার এইসব সমালোচনা প্রত্যুত্তর দিতে পিছিয়ে নেই। হরদ্বীপ সিং দাবি করেছেন, 'এই প্রকল্পের জন্য কোন ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক ও আইকনিক বিল্ডিং ভাঙ্গা বা ধ্বংস করা হচ্ছে না।' এই প্রকল্পের ফলে সবুজ কোন রকম ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে না বরং সবুজের সমারোহ ভাবে গোটা দিল্লি জুড়ে। এবং এই প্রকল্পের সিদ্ধান্ত অতি

মহামারীর আগেই নেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রায় শতাব্দী প্রাচীন বর্তমান সংসদ ভবন জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে, অগ্নিকাণ্ড সহ সব মারাত্মক ঝুঁকি ও বিভিন্ন নিরাপত্তা জনিত সমস্যার মুখোমুখি এই ভবনটি। এজন্যই নতুন ভবন নির্মাণের প্রয়োজন। এছাড়া বর্তমান সংসদ ভবনে সাংসদের সংখ্যার তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বসার জায়গা নেই বলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। মোদি সরকার ১০টি প্রকাণ্ড ৪০ ফুট বেলেপাথরের ইমারত দিয়ে গড়ে তুলবেন এই নতুন ভবনটি। এই নতুন ভবন গুলিতে ভারত সরকারের ৫৯ টি মন্ত্রককে একত্রিত করা হবে। কিছু প্রাক্তন কূটনীতিবিদ, মোদির খাসভক্ত ও নগরায়ন মন্ত্রী জানিয়েছেন, এই সুবৃহৎ পরিকল্পনা নাকি ৫১০০০ ভাই-বোন বা আমলাদের সুবিধার্থে। নানাভাবে সমালোচিত হওয়ার পর মোদি সরকার 'সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের মিথ এবং বাস্তব' নামক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন; সেখানেই ঠিক কত টাকা খরচ এবং কেন এই নতুন সংসদ ভবন তৈরি হচ্ছে তার বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের সবচেয়ে বিতর্কিত পরিকল্পনা হলো নতুন সংসদ ভবন তৈরি। বর্তমানে এর কি আদৌ প্রয়োজন আছে বা ছিল? যদি নতুন সংসদ ভবন তৈরি হয় তবে বর্তমান সংসদ ভবনের কি হবে? তা নিয়ে কিছুই স্পষ্ট নয়। সংসদের দেয়ালে অঙ্কিত প্রায় ৮০ টি অমূল্য ছবির কি হবে? তার নিয়ে আমাদের কিছুই স্পষ্টত জানা নেই। যে প্রধানমন্ত্রী সংসদ নামক প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা করছেন তার মুখে সংসদের উপকারের জন্যই করছি শুনতে সত্যি অবিশ্বাস্য লাগে। আগামী ২০২২ সালে ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ তম বার্ষিক অনুষ্ঠানের উপলক্ষে দিল্লির যমুনা নদীর তীরে তৈরি হচ্ছে নতুন সংসদ ভবন। যাইহোক ১৫ই আগস্ট কি হয়? দিল্লির সবুজ বা পরিবেশ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, বর্তমান সংসদ ভবনটির-ই বা কি হবে সেটাই আমাদের দেখার বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গের সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনঃ এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়

শ্রাবণী দাস, মৌমিতা ঘোষ, সৌরভ সরকার ও সুস্মিতা মণ্ডল
প্রথম সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সাম্মানিক, ২০২১

২০০১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ইডেন গার্ডেনস এর কথা মনে পড়ে, যায় পরিণতি অনেকটাই এই সপ্তদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের সঙ্গে যায়। কি ঘটেছিল? পরপর ১৩ টি টেস্ট ম্যাচ জিতে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল (নেতৃত্বে স্টিভও) অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। যেখানেই যাবে সেখানেই জিতবে এমন একটা ভাব ছিল। শুরুর দিকে ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম ইনিংসে ভারতকে ফলোঅন পেতে হয়। নেতৃত্বে ছিলেন একজন বাঙালি সৌরভ গাঙ্গুলী। সেই

জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্রিকেট ইতিহাসের এক চমকপ্রদ জয় শুধু নয় অস্ট্রেলিয়ার বিজয় রথকে থামিয়ে দিয়েছিলেন, পরের টেস্ট জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। বাঙালির আবেগ ভারতের আবেগের সঙ্গে সেদিন মিশে গিয়েছিল। 'আমরাও পারি' এটা প্রমাণ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচন অনেকটা এই গোছের । অপ্রতিদ্বন্দ্বী মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি যে গতিতে এগোচ্ছিল, আবার সেই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল সমগ্র বাংলা বলা যেতে পারে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলার মানুষ।

কি রসায়ন ছিল, কি উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত ছিল তা প্রত্যেকটা বাঙালি এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উপভোগ করেছেন এবং একটা টান টান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বের সবচেয়ে হাই ভোল্টেজ নির্বাচনের ফলাফল জাতীয় এবং রাজ্য রাজনীতিতে অবিস্মরনীয় অধ্যায়ের সৃষ্টি করল। আমরা এক নজরে দেখে নেই এই নির্বাচনের কিছু তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলো।

১. সংখ্যালঘু ভোট তৃণমূলের কব্জায়:

রাজ্যের ২৯৪ টি আসনের মধ্যে ৭৪ টি তে সংখ্যালঘু ভোটার ৪০% । এর মধ্যে ৬৯ টি তে জয় পেয়েছে জোড়া ফুল শিবির। আবার ৫৭ টি বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যালঘু ভোট যেখানে ২৫ থেকে ৪০শতাংশের মধ্যে সেখানেও ৪৬ টি তে জয় পেয়েছে জোড়া ফুল শিবির। আসলে বিশ্লেষকদের মতে সিএ এ, এনআরসি বিভিন্ন বিষয় যে রাজনৈতিক বিতর্ক গুলো চলছিল সে ক্ষেত্রে অন্য কোন দলের চাইতে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেই তারা বেশি আস্থাশীল বলে মনে করেছেন।

২. বাম ও কংগ্রেসের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াঃ

পশ্চিমবঙ্গের একতা দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এবং সাতবারের রাজ্যশাসন পরিচালনা করার দলীয় তোকমা যাদের উপর ছিল সেই সিপিআইএমের নেতৃত্বাধীন জোট বামফ্রন্ট এবারের বিধানসভায় একেবারে শূন্য হাতে ফিরেছে। ২০১৬ সালে তারা ৩২ টি আসন পেলেও ২০১৯ এ আসন সংখ্যা শূন্য। এবং নবীন মুখে ভরসা করে এবারের নির্বাচনী বৈতরণী পার করবার চেষ্টা করেছিল বামফ্রন্ট। কিন্তু তাদের প্রাপ্ত ভোটের হার মাত্র ৪.৭২ শতাংশ। একই সঙ্গে নির্বাচন কেরালাতে হয়েছে। সেখানে কিন্তু দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন পিনারাই বিজয়ন । সেখানে তার নেতৃত্বে ৬২ টি আসন পেয়েছে সি পি আই এম।

৩.সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী মনোভাবের প্রকাশঃ

পশ্চিমবঙ্গের এবারের নির্বাচনে যতটা খোলাখুলি সাম্প্রদায়িকতার শ্লোগান, ধর্মের ভিত্তিতে আড়াআড়ি সমাজ বিভাজন এবং বিদ্বেষের যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের মধ্যে তা সমগ্র ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব । কিন্তু ভোটের ফলাফল প্রমাণ করছে একমুখী ধর্মীয় বিদ্বেষ, উগ্র ধর্মীয় মেরুকরণ কে বাংলার মানুষ পছন্দ করেননি। শাসকদলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং কাটমানির অভিযোগ থাকলেও তার বিকল্প হিসাবে এই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মানুষ

ভালোভাবে নেয়নি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত সেটিই। ১৭ ই মে ২০২১ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত মৈত্রীশ ঘটক ও পুষ্কর মৈত্র এর প্রবন্ধে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে বিষয়টি পরিস্কার দেখা গেছে। সবচেয়ে হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিতেও বিজেপির ভোট ৫০% অতিক্রম করেনি।

4. মহিলা ভোটারদের ভূমিকাঃ

পশ্চিমবঙ্গের এবারের নির্বাচনে ভোটদান পর্বে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো ছিল। ৮ দফা ভোটের প্রতিটি পর্বেই বুধ ভিত্তিক পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যাবে মহিলাদের উপস্থিতি প্রায় ৮০ শতাংশ। এই ভোটের অধিকাংশ যে শাসকদলের বাস্কে গেছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং এই বিপুল জয়ের কান্ডারী মহিলা ভোটাররা দাবি করতেই পারেন। সমাজ বিশ্লেষকেরা বলছেন মূলত তিনটি কারণে এই মহিলা ভোট জোড়া ফুলে গেছে। প্রথমত: বেশিরভাগ প্রকল্পের অভিমুখ মহিলাদের দিকেই ছিল। দ্বিতীয়তঃ সদ্য শিক্ষিত নবীন ভোটাররা (সমাজ মাধ্যম যারা ব্যাবহার করেন) তারা অনেকটাই একজন নারী হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীকে পদ কে বেশি পছন্দ করেছিলেন। তৃতীয়তঃ পাশাপাশি নারীবিদ্বেষ সুলভ বিভিন্ন মন্তব্যকে তারা ভালোভাবে মেনে নেননি। বলা হচ্ছে গ্রামীণ গরীব মহিলাদের ৫০% জোড়া ফুল শিবিরে গেছে। বাংলার উদার সংস্কৃতিতে মহিলাদের যে সামাজিক সম্মান তা তারা অনেকটাই শাসক দলের কাছে নিরাপদ বলে তারা মনে করেছেন। লাভ জিহাদ বিরোধী, এন্টি রোমিও স্কোয়াড কোন বিকল্প কে তারা বেছে নিতে চায়নি।

5. মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রধানমন্ত্রী করণঃ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের মনে হয়েছে, এবারের বিধানসভা নির্বাচন টি ছিল মুখ্যমন্ত্রীর পদের জন্য। কিন্তু যেভাবে দিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রী সহ তার দপ্তরের মন্ত্রীরা এবারের বিধানসভার নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল এটা প্রধানত, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস্টিজ ফাইট। লড়াইটা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর। এত গুরুত্ব দিয়ে প্রধামন্ত্রীর লড়াই আর কখনো কোন রাজ্যে হয়নি। প্রধানমন্ত্রীসহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের আনাগোনা তেই একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের নির্বাচন এত প্রচারের আলোয় এসেছিল, শেষে লড়াইটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বনাম প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠেছিল। ফলাফল প্রমাণ করলো আদতে প্রধানমন্ত্রীর পরাজয় হল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ যেন প্রধানমন্ত্রী পদের গুরুত্ব পাচ্ছিল। হারলো প্রধানমন্ত্রী। যার ফলাফল আরোও প্রমাণ করল ভারতে বৈচিত্র্যপূর্ণ আঞ্চলিকতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তবে শুধু এ বিষয়ে ভোট - পরবর্তী হিংসা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে কলঙ্কিত করবার পক্ষে যথেষ্ট। গণতন্ত্রে ভিন্নমত প্রকাশের, ভিন্ন কথা বলবার, ভিন্ন রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ করার অধিকার প্রতিটি মানুষকে নিশ্চিত ভাবে দেওয়া আছে। সেখানে কেউ জিতবে কেউ হারবে। খেলার সূত্র ধরেই এটিকে মেনে নিতে হবে। অবিলম্বে এই হিংসা কে বন্ধ করা উচিত। এ ব্যাপারে প্রশাসনের আরো কঠোর হওয়া উচিত। এই নির্বাচন যে অভূতপূর্ব আবেগ অনুভূতি এবং ভবিষ্যতের জন্য যে দৃষ্টান্ত রেখে গেল তার সাক্ষী হলাম আমরা। এক

কথায় টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হল এই খেলা।

স্বাধীন বাংলাদেশের ৫০ বছর সুবর্ণজয়ন্তীঃ প্রত্যাশা, বাস্তবতা ও অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা

আলামিন শেখ ও সুজয় মণ্ডল
ষষ্ঠ সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ২০২১

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ এর ২৫ শে মার্চ শুরু হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ থেকে পূর্ব পাকিস্তান এর মুক্তির তথা স্বাধীনতার আন্দোলন। যা আদতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর দীর্ঘ নয় মাসের ব্যবধানে ওই বছরই ডিসেম্বর মাসে (১৬ই ডিসেম্বর) বহু শহীদের একটি সাধারণ হিসেব অনুসারে (৩ লক্ষ থেকে ৩০লক্ষ লোক বাংলাদেশে মারা গিয়েছিল) রক্তদানের বিনিময় নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। উপমহাদেশ তথা বিশ্বের ভাষাভিত্তিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদ এবং তার পরিণতিতে স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরির উপাখ্যান একে অমর এবং রাজনীতির ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় করে তুলেছে। আমরা সৌভাগ্যবান যে এই বছর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ এবং স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ৫০ বছর তথা সুবর্ণজয়ন্তী একইসাথে উদযাপিত হতে দেখতে পাচ্ছি। সে দেশের বর্তমান শাসক দলের (আওয়ামী লীগ) প্রধান তথা প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা দশদিনের একটি জাতীয় অনুষ্ঠান সূচির মাধ্যমে এই সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবকে পালন করবেন। ভারত, চীন, কানাডা প্রভৃতি দেশের সম্মানীয় রাষ্ট্রপ্রধানরা অনুষ্ঠানে সশরীরে অথবা ভার্চুয়ালি যোগদান করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন হবে ২০২১ সালে বর্ণাঢ্যভাবে উদযাপনের প্রস্তুতি থাকলে ও করোনা ভাইরাসের কারণে মুজিব বর্ষের অনেক অনুষ্ঠান সীমিত আকারে পালিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনেও বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে করোনা ভাইরাসের মহামারির কারণে, এমন আশঙ্কা রয়েছে।

এই ৫০ বছরের প্রত্যাশা ও অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাঃ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও বিশ্বের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন আভ্যন্তরীণ জিডিপিতে, বাংলাদেশ ভারতকে টপকে যাবে। ২০২০ সালের পর। বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের আন্তর্জাতিক বাজার এখন ঈর্ষণীয়। রপ্তানি বাণিজ্য প্রায় ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশি মুদ্রা বাংলাদেশের হাতে এখন অনেক। খুব সংক্ষেপে বললে বলতে হয় পৃথিবীতে যে কয়টি দেশ বস্ত্র রপ্তানিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে বাংলাদেশে তাদের মধ্যে অন্যতম। মহিলাদের ক্ষমতায়ন, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বাংলাদেশ অনেকটাই এগিয়ে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং আশ্চর্যজনক বিষয় হলো প্রতিবছর সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জের ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP) যে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন পেশ করে (১৮৯ টি দেশের প্রেক্ষিতে) সেখানে ভারতের অবস্থান ক্রমশ নিম্নমুখী ২০১৮ ছিল ১২৯, ২০২০ তে কুড়িতে সেটা দাঁড়িয়েছে ১৩১। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে অনেকটা ভালো জায়গায় ১৩৩। কিন্তু কিছু কিছু বিষয় তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ভারতের থেকে বাংলাদেশে কিছু বেসিক বিষয়ে অনেক এগিয়ে। যেমন, ২০১৯ এর প্রেক্ষিতে ভারতের প্রতি নাগরিকের গড় আয়ু যেখানে ৬৯.৭ বছর, সেখানে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৬ বছর।

আগামী দিনের চ্যালেঞ্জঃ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের বছরে মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মতো নানারকম চ্যালেঞ্জও রয়েছে বাংলাদেশের সামনে। নতুন বছর শুরুই হচ্ছে করোনা ভাইরাস মহামারি মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ দিয়ে।

এরই মধ্যে বাংলাদেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ৫ লাখেরও বেশি মানুষ এবং সাড়ে সাত হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

অর্থনীতিঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো কতটা উন্নত হয়েছে, তা জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ কমিটির বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। তাদের কথায় বাংলাদেশ অনুন্নত দেশের তাকে সরিয়ে রেখে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। (United Nations development policy committee recommended that Bangladesh graduate from 'least developed country' status to became a 'developing country')। যদিও করোনাভাইরাস মহামারি হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে সারা বিশ্বের অর্থনীতি এবং জীবন-জীবিকার জন্য। নতুন বছরে প্রবৃদ্ধি আর অর্থনীতির চাকা সচল রেখে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এবং আয় বৈষম্য নিরসন কতটা হবে, তার দিকে দৃষ্টি অর্থনীতিবিদদের।

অর্থনীতিবিদ ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, করোনভাইরাসের কারণে যে অর্থনৈতিক স্থবিরতা দেখা দিয়েছে, সেটা কিন্তু কাটিয়ে উঠতে পারিনি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বলছে, এটা হয়তো ২০২১ সালের শেষভাগে বা ২০২২ এ গিয়ে আমরা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবো, যদি না করোনা পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে না যায়। এ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে বছরের শুরুতেই।

ড. নাজনীন বলছেন, "কর্মসংস্থানের যে চ্যালেঞ্জটা ২০২০ সালে এসেছে সেটা নিশ্চিতভাবেই ২০২১ সালে থাকবে। যেসকল নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে সেগুলোকে যেন আমরা কাজে লাগাতে পারি।"

কূটনীতির চ্যালেঞ্জঃ

ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও কূটনৈতিক সুসম্পর্ক এখন বাংলাদেশের মহামারি পরবর্তী নতুন

বিশ্ব ব্যবস্থায় কূটনৈতিক দিক থেকে নানা চ্যালেঞ্জ থাকবে বাংলাদেশের জন্য। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের নানা পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ট যোগাযোগ এবং গভীর সম্পর্ক আছে ভারতের সঙ্গে।

নতুন বছরে মহামারি মোকাবেলা এবং ভ্যাকসিনের মতো বিষয় ছাড়াও বহু কারণে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে বাংলাদেশের। একদিকে তিস্তা চুক্তি অন্যদিকে এনআরসি ইস্যু- এমন প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের ভোট বাংলাদেশের আগ্রহের কেন্দ্রে থাকবে।

এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিশ্লেষক ড. লাইলুফার ইয়াসমিন বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের সাথে কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিগত ভাষাগত বেশ মিল রয়েছে। সে কারণেই কিন্তু আমরা এটাকে গুরুত্ব দেই। এনআরসি এবং তিস্তা ইস্যু কিন্তু আরো বেশি এই হাইপটাকে তুলে ধরেছে। কিন্তু আমি মনে করি এই হাইপটাকে একটু সংযতভাবে আমাদের দেখতে হবে।"

বাকস্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তা

অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হলেও বাংলাদেশের নাগরিকদের মতামত, বাকস্বাধীনতা, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সেরূপ সফলতা আসেনি। অনেক ক্ষেত্রেই অবাধ নির্বাচনের পরিবর্তে দলীয় একনায়কতন্ত্রের প্রসঙ্গ উঠে আসছে। ফ্রিডম হাউস ডেমোক্রেসি'র (Freedom House Democracy) নিরিখে (যা সমগ্র বিশ্বে দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও বাকস্বাধীনতার একটি মূল্যায়ন কারী প্রতিষ্ঠান) বাংলাদেশ ২০১৩ থেকে কুড়ির মধ্যে ৩৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। নতুন বছরে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক চর্চা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আর মুক্তচিন্তার প্রশ্নে উদ্বেগ থাকছে বরাবরের মতোই। বিদায়ী বছরে, স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়রানির অভিযোগ, এমনকি চলচ্চিত্রে কাল্পনিক চরিত্রে পুলিশকে হেয় করার অভিযোগে মামলা ও গ্রেপ্তারের ঘটনায় ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। ২০২১ সালেও স্বাধীন চিন্তা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা হুমকিতে পড়বে কিনা সে দুশ্চিন্তা থেকেই যায়।

সবমিলিয়ে নতুন বছরে মহামারি অর্থনীতি রাজনীতি, গণতন্ত্র, ছাড়াও সুবর্ণজয়ন্তীর বছরেও বাংলাদেশের সামনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন এবং রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের মতো চ্যালেঞ্জও থাকবে।

ভ্যাকসিন বিভ্রাট

রাখি দাস বৈরাগ্য ও সোনালী খাতুন
ষষ্ঠ সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সাম্মানিক, ২০২১

আমরা যদি আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস ও অগ্রগতির রূপরেখা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করি, তাহলে দেখতে পাব কিভাবে আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান বারংবার মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে আসছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার

আছে সেগুলির মধ্যে সবথেকে বড় সাফল্য হলো ভ্যাকসিন বা টিকা আবিষ্কার। এই ভ্যাকসিন মানবদেহে প্রবিষ্ট রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়াকে নির্মূল করার জন্য দেহকে প্রস্তুত করে। এরমধ্যে লুইস পাস্তুরের কলেরা ভ্যাকসিন, পাস্তুর ও এমিল রক্সের জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন, অ্যালবার্ট কলমিটর যক্ষার ভ্যাকসিন এবং সম্প্রতি আবিষ্কৃত করোনা ভ্যাকসিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের চিকিৎসা-বিজ্ঞান এই লড়াই টা চালিয়ে যাচ্ছে অক্লান্ত পরিশ্রমে।

কিন্তু আরেকটি বিষয় যদি না উল্লেখ করা হয় তাহলে আলোচনাটা একমুখী হয়ে পড়বে। কেননা এই ভ্যাকসিনের আবিষ্কারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ভ্যাকসিন বিভ্রাট। যা আমাদের মানব সভ্যতার উপর একটা কালো অধ্যায়। যে অধ্যায়টা বিশ্বে প্রথম ভ্যাকসিন আবিষ্কার এর সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। আজকের একবিংশ শতকে দাঁড়িয়েও এই ভ্যাকসিন বিভ্রাট আমাদের পিছু ছাড়েনি।

আজ গোটা বিশ্ব করোনা অতিমারির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কোটি কোটি মানুষ এই ভাইরাসের প্রকোপ-এ মারা যাচ্ছে। গোটা বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে আছে এই মারণ ভাইরাসের ভয়ে। এই সময় আমেরিকা, জার্মানি, বেলজিয়াম, ব্রিটেন, সুইডেন, রাশিয়া, চীন, ভারতবর্ষের মতো দেশ গুলি দ্রুততার সঙ্গে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে CORONAVAC, NOVAVAX, COVAXIN, COVISHILD নামে ভ্যাকসিন গুলি তৈরি করেছে করোনা ভাইরাসের প্রকোপকে থামানোর জন্য।

বিভ্রান্তি গুলি এক নজরেঃ

কিন্তু এই ভ্যাকসিন গুলি গ্রহণের ব্যাপারেও মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে চরম বিভ্রাট। যেমন এই ভ্যাকসিন গুলো গ্রহন করলে তারা করোনা বাদে অন্য রোগে আক্রান্ত হবেন, ভ্যাকসিন নেওয়ার পরও মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন, তাই অকারণে ভ্যাকসিন নিয়ে কোন লাভ নেই, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়ে গেলে তারার ভ্যাকসিন এর দরকার নেই, ভ্যাকসিন নিলে মেয়েদের বন্ধ্যাত্ব দেখা দেবে, ভ্যাকসিন নিলে অ্যালার্জির সমস্যা হবে, ভ্যাকসিন গুলি খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়েছে তাই এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, এতে মানুষ মারাও যেতে পারে, সরকার এই ভ্যাকসিন দেওয়ার নাম করে গরিব মানুষদের মেরে ফেলার চেষ্টা করছে ইত্যাদি। বর্তমানে বিজ্ঞানের কল্যাণে এইসব ভ্রান্ত ধারণা গুলি সহজেই বিভিন্ন গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে এই ভ্যাকসিন বিভ্রাট আরো চরমে উঠেছে। সারা বিশ্বে কিছু মানুষ এই বিভ্রান্তির কবলে পড়ে ভ্যাকসিন বিরোধী আন্দোলন করছে। বর্তমানে 'OUR FREEDOM OUR CHOICE, ANTI-VAX DESERVES A VOICE, MY KIDS MY CHOICE, MY BODY MY CHOICE, MY BUSINESS'- এই ভ্যাকসিন বিরোধী আন্দোলন গুলি খুবই গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু কিছু ভ্যাকসিন বিরোধী মানুষের কাছে। তারা কখনই এটা ভাবছে না, একজনও যদি ভ্যাকসিন না নেয়

তাহলে সে ঐ সংক্রামক রোগের বাহক হিসেবে কাজ করবে। আমাদের দেশও কিন্তু এই ভ্যাকসিন বিভ্রান্তিতে পিছিয়ে নেই

পরিশেষে বলা যায়, এই ভ্যাকসিন কে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি চিরকালই রয়েছে। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের নিজেদের জন্য তা কাটিয়ে উঠতে হবে। এই জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাশাপাশি মানুষের মধ্যে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। জনগণকে আরো সচেতন করে, তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে ভ্যাক্সিনেশন- এর পক্ষে, যাতে তারা নিজেদের ভ্যাকসিনেশন করাতে এগিয়ে আসে। সেই সঙ্গে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরও এগিয়ে আসতে হবে ভ্যাক্সিনেশন পদ্ধতিকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করতে।

কেন্দ্র- রাজ্য বিরোধঃ প্রেক্ষিত - পশ্চিমবঙ্গ

অসম রেজা ও বর্ষা খাতুন, চতুর্থ সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সাম্মানিক, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

বিরোধিতা হল গণতন্ত্রের অন্যতম অঙ্গ। যেহেতু ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক , তাই বিরোধিতা থাকবেই । ভারতবর্ষ যদিও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর আদলে তৈরি , তবে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র কিনা তা নিয়ে বিতর্ক ও মতবিরোধ রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের 1 নং ধারায় বলা হয়েছে "India that is Bharat shall be a union of states" - অর্থাৎ সংবিধানের কোথাও যুক্তরাষ্ট্র বলে উল্লেখ নেই, বলা আছে ভারত রাজ্য সমূহের একটি ইউনিয়ন। সেই অনুযায়ী ক্ষমতা বন্টিত হয়েছে তিনটি ভাগে :

১. কেন্দ্র তালিকা (৯৯ টি বিষয় রয়েছে),

২. রাজ্য তালিকা (৬১ টি বিষয় রয়েছে),

৩. যুগ্ম তালিকা(৫২ টি বিষয়)।

আলাদা আলাদা ক্ষমতা বন্টিত হলেও কেন্দ্রীয় প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ থেকেই যায়। তাই প্রায়শই কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়।

সাধারণ বিষয় থেকে শুরু করে সংসদে আইন তৈরি করা - সবকিছুতেই কেন্দ্র নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। অনেক সময় অভিযোগ আসে কোন একটি রাজ্যে নতুন কোনো আইন প্রয়োগ করা হলে, বা প্রয়োগের বিল পাস হলে রাজ্য সরকার জানায় এই আইন সম্পর্কে পূর্বে তাদের কিছুই জানানো হয়নি।

প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গঃ

এইসকল বিরোধিতার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গও একটি উল্লেখযোগ্য রাজ্য। কয়েকটি বিরোধিতার বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. ২০১৯ সালে আসামে এন আর সি(NRC) হবার পর কেন্দ্র সরকার বলে এবার পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি করা হবে। ফলে রাজ্যে তথা সম্পূর্ণ দেশজুড়ে এর

বিরুদ্ধে আন্দোলন লক্ষ্য করা যায়। আসলে এনআরসি একটি অমানবিক প্রেক্ষাপটের সৃষ্টি করে। ফলে রাজ্য সরকারও এর বিরোধিতা করেন।

২. ১৬ই মে ২০২০ থেকে ২১ মে ২০২০ এর মধ্যে ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর দুর্যোগ হল আম্ফান সাইক্লোন। যেখানে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল প্রায় ২৬০ km/h . এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাদের নিয়েও দুর্নীতি শুরু হয়। ফলে বিরোধিতাও দেখা দেয়। আসলে আমাদের দেশে বিরোধিতা যেন সর্বপ্রধান বিষয়ে উপস্থিত হয়েছে।

বিপরীত আদর্শের রাজনৈতিক দল:

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কেন্দ্রের বিরোধিতার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো পৃথক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি বা অবস্থান। একটি দলের সঙ্গে আরেকটি দলের সব সময় রেষারেষি।

এছাড়াও কৃষি বিল, নতুন শিক্ষানীতি , আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধ যেন লেগেই আছে।

আমাদের দেশে পৃথক দু'টি দলের কোন নেতাদের যদি একসঙ্গে দেখা যায় তাহলে মিডিয়া, সরকার, সাধারণ মানুষ এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যা দেখে মনে হয় পরস্পর দুটি শত্রু একসঙ্গে আছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধিতা থাকবেই তবে তা যেন বন্ধুত্বপূর্ণ হয়। সরকারি দল ও বিরোধী দল সকলেই জনগণের নির্বাচিত প্রার্থী। একটি দল বেশি আসন লাভ করায় সরকারি দলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিরোধী দল সাধারণ মানুষেরই নির্বাচিত প্রার্থী। তাই জনগণের কথা মাথায় রেখে খারাপ বিষয়ের যেমন বিরোধিতা করতে হবে, তেমনি জনগণের মঙ্গলের জন্য ভালো বিষয়ে পরস্পর সহমত পোষণ করে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তবেই গণতন্ত্র টিকে থাকবে, আমাদের দেশ টিকে থাকবে।

২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গের সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচন ও মহিলা ভোটারঃ একটি বিশ্লেষণ

রিংকি বিশ্বাস, স্টেট এডেড কলেজ টিচার,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে সকল দেশের মহিলারা রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের ব্যাপারে পুরুষদের থেকে পশ্চাদপদ। তবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বা রাজনীতিতে মহিলাদের অবস্থান সম্পর্কিত এই ধারণা বা সিদ্ধান্ত সাধারণভাবে স্বীকার্য , কিন্তু সামগ্রিকভাবে চূড়ান্ত নয়। কার্যত পশ্চিমবঙ্গের একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এমনটাই প্রত্যক্ষ করা যায়। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতে মহিলারা কতটা প্রভাব ফেলেছে তা একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায়।

প্রেক্ষাপটঃ

'বাংলার মেয়ে' একুশের ভোট প্রচার এর সবচেয়ে চর্চিত স্লোগান এটাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট ময়দানে নেমেছেন 'ঘরের মেয়ে' পরিচিতি-কে সামনে রেখে। একুশের নির্বাচনে তৃণমূলের হোর্ডিং-ব্যানারে শহর ছয়লাপ 'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়', তবে শুধু দেওয়ালই নয় বাংলার মেয়েদের জায়গা হয়েছে ঘাসফুলের প্রার্থী তালিকাতেও। ২০১৬ সালে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকাতে মহিলা প্রার্থী ছিল ৪৫ জন, এবার একুশের কঠিন লড়াইয়ে তৃণমূলের মহিলা প্রার্থী বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ জন। অর্থাৎ নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে মহিলাদের ভূমিকা কিছুটা বৃদ্ধি হয়েছে।

কি কারণেঃ

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে শাসক দলের তুরুপের তাস হয়েছে মহিলা ভোট। কন্যাশ্রী, রূপসী, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড ইত্যাদি প্রকল্প মহিলা মহলে মমতা ব্যানার্জীকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। পাশাপাশি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মহিলা নির্যাতনের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিপক্ষকে বিপাকে ফেলা শাসক দলের অন্যতম নির্বাচনী কৌশল ছিল। ৮ই মার্চ, ২০২১ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে কলকাতার রাজপথে মিছিল হয়েছে। মমতার সাথে ভিড় জমিয়ে নারী সুরক্ষার বার্তা দিয়েছিলেন তৃণমূলের একদল তারকা নেত্রীরা। এছাড়াও মহিলা ভোটের কথা মাথায় রেখে রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে প্রতিবাদে তারা সামিল হয়েছিলেন।

অন্যদিকে, একুশের নির্বাচনের অন্যতম বিরোধী দল হিসাবে বিজেপিও শান দিয়েছে তৃণমূলের ঘরের মেয়ের আবেগে। তৃণমূলকে ঠেকাতে বিজেপিও বেশ কিছু মহিলা প্রার্থী দাড় করিয়েছিল। এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলনা সংযুক্তমোর্চাও। একুশে নির্বাচনী ইস্তেহারে বামফ্রন্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা ক্ষমতার ফিরলে মহিলা সুরক্ষা নিশ্চিত করতে 'নেবাহুড কমিটি' তৈরি করবে। বামেদের প্রার্থী তালিকাতেও বেশ কিছু কৃতি ও গুণী মেয়েদের লক্ষ করা যায়। একুশের নির্বাচনে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিপরীতে নন্দীগ্রামে সিপিআইএমের মীনাক্ষী মুখার্জি কে দেখা যায়।

নির্বাচনে মহিলাদের উপস্থিতি (ভোটার ও প্রার্থী হিসেবে) :

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের বৈতরণী পার হতে মহিলা ভোটের দিকে নজর ছিল বাংলার সবকটি রাজনৈতিক দলেরই। বাংলার ভোটারদের প্রায় অর্ধেক মহিলা, পুরুষভোটার প্রায় ৩ কোটি ৭৯ লক্ষ, অন্যদিকে মহিলা ভোটার প্রায় ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে মহিলারা ৮১.৭% ভোট দিয়েছিলেন। সুতরাং ফলস্বরূপ একুশে নির্বাচনেও এই বিপুল সংখ্যক মহিলা ভোট নিয়ে আগ্রহ ছিল প্রায় সব রাজনৈতিক দলের।

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে সমস্ত রাজনৈতিক দলের মোট ২৪০ জন মহিলা প্রার্থী ছিলেন। এই নির্বাচনের টি আসনে মহিলা প্রার্থী দেয় রাজ্যের শাসক দল। শাসকদলের প্রার্থী তালিকায় নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, শশী পাঁজার মত পোড়খাওয়া মহিলা

রাজনীতিবিদ এর পাশাপাশি ছিলেন অদিতি মুন্সি, জুন মালিয়া, সায়নী ঘোষের মতো তারকারা, এছাড়াও রাজনীতিক দুনিয়ায় নতুন মহিলারাও। অন্যদিকে একুশে বিধানসভা নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে আসা বিজেপির প্রার্থী তালিকা মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৪১ জন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লকেট চ্যাটার্জী,ভারতী ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল এর মতো রাজনৈতিক নেতৃত্ব। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সবকটি বড় দলেই আগের বারের নির্বাচনের থেকে নারী প্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়েছে,যা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

নির্বাচনী ইশতেহার ও মহিলাদের প্রতি আশ্বাসঃ

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে মহিলা ভোটার দের টানতে বিজেপি তার নির্বাচনী ইস্তেহারে নারীদের জন্য বিনামূল্যে গন-পরিবহন ব্যবস্থা ,শিশুকন্যাদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বিজেপি সরকারি চাকরিতে মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের আশ্বাস দিয়েছিল।বিপরীতে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারি চাকরিতে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের আশ্বাস দিয়েছিল। অন্যদিকে সংযুক্ত মোর্চার অন্তর্গত ইস্তেহারে দেখা দিয়েছিল নারীর অধিকার সংরক্ষণ, নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ দমন ও তাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে নানান প্রতিশ্রুতি। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজনীতির ময়দানে প্রার্থিত্ব থেকে ইস্তেহারে সর্বত্র নারীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। নারী সুরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি আজকের দিনে মুখ্য রাজনৈতিক বিষয় হয়ে ওঠার পেছনে একটি বড় কারণ সক্রিয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও মহিলা ভোটার। পশ্চিমবঙ্গে ৪৯ শতাংশ মহিলা ভোটার থাকায় একুশের নির্বাচনে সব দলই চেষ্টা করেছিল এই সংখ্যাটাকে টার্গেট করতে। তাই নানান ধরনের মহিলা মহিলা স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে দিতে হয়েছিল।

মূল্যায়ন:

একুশে নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়লাভ করে তার পিছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল মহিলা ভোটার এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি উপর রাজ্যের মহিলাদের আস্থা ভরসাই তৃণমূল দলটিকে নির্বাচনে সাফল্যে পৌঁছে দিয়েছে।

একুশে বিধানসভা নির্বাচনে মহিলাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা থেকে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতে মহিলারা আগের তুলনায় অনেক সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে। যদিও মহিলারা এই নির্বাচনে যথেষ্ট পরিমাণে অংশগ্রহণ করে কিন্তু নির্বাচনী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম। যদিও পশ্চিমবঙ্গে মহিলা ভোটার ৪৯% কিন্তু তাদের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪% ।যেটা তুলনামূলকভাবে কম। পরিসংখ্যান দেখলেই সেটা বোঝা যাবে। এবারের ২৪০ জন প্রার্থী ক্যান্ডিডেট সমস্ত দল থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ২৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে বিধানসভাতে সপ্তদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মাত্র ৪০ জন প্রবেশ করতে পেরেছে

অর্থাৎ নির্বাচনে জয়লাভ করেছে, যা মোট আসনের মাত্র ১৪ শতাংশ। ঐ ৪০ টি আসন যার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৩৩ টি আসন, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) পেয়েছে ৭টি আসন। হিসেব করে দেখলে দেখা যাবে টিএমসি মোট ৫০ জন প্রার্থীকে দাঁড় করিয়েছিল, তার মধ্যে ৩৩ জন নির্বাচিত হয়েছে। যা শতাংশ হিসেবে ৬৬ শতাংশ। আমরা আশা রাখবো অদূর ভবিষ্যতে এই শতাংশের হার অনেকটা বাড়বে, তবেই দেশ ও জাতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

জলবায়ু পরিবর্তনের পটভূমি ও ভবিষ্যৎ

ওয়াসিম রেজা, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, ভূগোল বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

ব্যাঙ ও গরম জলের পরীক্ষার কথা আমরা সবাই জানি। যদি কোন ব্যাঙকে কোন একটি ফুটন্ত জলের পাত্রে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেই ব্যাঙটি তখনই লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু যদি কোন ব্যাঙকে ঠান্ডা জলে প্রথমে রেখে তারপর ওই পাত্রটি গরম করা হয় ,তাহলে জল গরম হবার সাথে সাথে ব্যাঙ তার শরীরের তাপমাত্রা adjust করতে থাকে। কিন্তু জল যখন ফুটতে থাকে তখন আর ব্যাঙটি তাপমাত্রা adjust করতে পারে না। লাফিয়ে বাইরে যেতে চায় কিন্তু আর পারেনা।আমরাও ঠিক এই ব্যাঙের মতো। আমরা সব সময় adjust করতে থাকি। তবে এমন একটি সময় আসবে যখন আমরা বুঝতে পারবো আর adjust করার সামর্থ্য নেই, তখন বাঁচতে চাইব কিন্তু........। বর্তমানে আমরা adjust করছি আমাদের জলবায়ুর সাথে।

পটভূমি:

পৃথিবীর উপর জমে থাকা বরফ গলতে শুরু করেছে, জঙ্গল পুড়ে ছাই এ পরিণত হচ্ছে, সমুদ্রের জলতল যেভাবে বাড়ছে কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের বড় বড় শহর, দ্বীপগুলোকে গ্রাস করবে। কোথাও খরা, আবার কোথাও বন্যা, ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে। পরিস্থিতি খুব

খারাপ মানুষের জীবন আজ বিপন্ন। সমস্যা এতটাই গভীর যে পৃথিবীর অস্তিত্বের ওপর প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি কেন হল? এর কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন। জলবায়ুর পরিবর্তন আসলে কি?

জলবায়ু পরিবর্তন কি? :

সহজ কথায় জলবায়ুর পরিবর্তন হলো পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। কিন্তু এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ কি? পৃথিবীর আলো ও তাপমাত্রা সূর্য থেকে আসে। যে পরিমাণ সূর্যরশ্মি পৃথিবী তে আসে তার কিছুটা পরিমান সূর্যরশ্মি আমাদের পৃথিবীর ওপর যে বায়ুমন্ডল রয়েছে সেই বায়ুমন্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন গ্যাস ও ভূপৃষ্ঠে শোষণ করে এবং পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বজায় রাখে। বাকি সূর্য রশ্মি আবার ফিরে যায় ।এই সূর্যরশ্মি শোষণকারী গ্যাসগুলিকে গ্রিনহাউস গ্যাস বলে। অনেক সময় এই গ্রিনহাউস গ্যাস কে আমরা খলনায়াক হিসেব জানি।কিন্তু বাস্তবে এই গ্রিন হাউস গ্যাস না থাকলে যে পরিমাণ সূর্যরশ্মি পৃথিবীতে আসে সেই পরিমাণ সূর্যরশ্মি আবার ফিরে যেতো। ফলে হয়তো পৃথিবী এক ঠান্ডা গ্রহ, যেখানে কোনো জীব বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না।

সূচনা পর্ব:

তাহলে সমস্যা শুরু হয় কখন? যখন এই গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ আমরা আমাদের অনিয়ন্ত্রিত কাজের ফলে বাড়িয়ে তুলি। বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস মূল গ্যাস গুলি হল জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, ওজন, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সি এফ সি। বায়ু মন্ডলে যখন এই গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায় তখন অতিরিক্ত সূর্য রশ্মি শোষণ করে ও পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এই গ্যাস গুলিও মধ্যে সব থেকে বিপদ জনক হল কার্বন ডাই অক্সাইড, যা ১৭৫০ সালের শিল্পবিপ্লবের পর ৩০% বৃদ্ধি হয়েছে। আজকের দিনে যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে আছে তা বিগত দশকের তুলানাই অনেকবেশী। শিল্পবিপ্লবের পর পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এই শতাব্দীর শেষের দিকে এই তাপমাত্রার বৃদ্ধির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে আমাদের বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন হবে।

গ্রিন হাউস গ্যাসের বৃদ্ধির কারণ কি?:

তাহলে বর্তমানে এই গ্রিন হাউস গ্যাসের বৃদ্ধির কারণ কি? কারণ হল - জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন- খনিজ তেল, কয়লা, গ্যাস এর অতিরিক্ত ব্যবহার। অন্যদিকে এই কার্বনডাই অক্সাইড কে শোষণ করে যে গাছ সেই গাছের নির্বিচারে ছেদন।

পরিণতি ও ভবিষ্যত:

আমরা যারা ভাবছি এই ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি সে আর এমন কি ! A.C -র তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি কমিয়ে দিলেই হল ! ব্যাপারটা ঠিক এতটা সহজ না। এই সামান্য তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে গ্রীষ্মকাল আরও গরম, শীতকাল আরও শীতল হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, বিভিন্ন রোগ বাড়বে। বর্তমানের যশ, আমফান, বজ্রপাত সর্বোপরি Covid -19 এর কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাহলে এর ভবিষৎ কি? ভবিষৎ হলেন Greta Thunberg এর মতো মেয়ে। যে একাই এই জালবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল, যা আজ মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো আন্দোলনে পরিনত হয়েছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ১৮৫ টি দেশের ৮ মিলিয়ন মানুষ এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে। আর এই আন্দোলনের একটা কথা জলবায়ু বাঁচাও।

জালবায়ুর এই পরিবর্তনকে রোধ করার জন্য আমরা ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করতে পারি। যেমন বৃক্ষ রোপণ এর মতো প্রকল্পে অংশ গ্রহণ করে। আবার আন্দোলনের মাধ্যমে অন্যকে সচেতন করে। আবার সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এর ওপর চাপ বাড়িয়ে, যারা নির্বিচারে আমাদের জালবায়ু কে ধংস করছে।

৫ জুন হলেই আমরা সবাই গাছ লাগাই। এই বৃক্ষ রোপণ জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে সাহায্য করবে কিন্তু তা ব্যাপক স্তরে না। এই জন্য দরকার একটি পরিবেশ বান্ধব সরকার। আমাদের মতো দেশে যখন ভোট হয় তখন প্রতিটি রাজনৈতিক দল তারা তাঁদের ইস্তেহার প্রকাশ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই ইস্তেহারে পরিবেশ নিয়ে একটি শব্দ খরচ করা হয় না। তাই সময় এসেছে ভোট প্রদানের সময় এই জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে চিন্তা করার। যারা এই জলবায়ুর পরিবর্তনের মূল কারণ তাঁদের চোখে চোখ রেখে বলা উচিত Greta Thunberg এর মতো "How Dare You?"

পরিবেশ সংকট ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগঃ

শ্রী স্বপন কুমার বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় বর্তমানে পরিবেশ ও উন্নয়নের প্রশ্নটিই বিশেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান বিতর্কিত বিষয় হল পরিবেশ সমস্যা। গত শতকের প্রথম দিকে ও পরিবেশ কেন্দ্রিক ভাবনা চিন্তা ছিল মূলত পরিবেশ বিজ্ঞানের বিষয়। কিন্তু আজ আর বিষয়টি শুধু পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমিত নেই সমাজ সচেতন মানুষ সংগঠন ও সরকারের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। তাই আজ সরকারি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্ত স্তরে পরিবেশ সমস্যা ও তার সমাধান ভাবনা এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু হয়ে গিয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইন রচিত হচ্ছে। কঠোরভাবে সেই আইন রূপায়নের চেষ্টা চলছে, দলমত নির্বিশেষে সকলেই পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে। এই কারণে পরিবেশ সমস্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অন্যতম বিষয়ে রূপে পরিগণিত হয়।

পরিবেশ দূষণের বিষয়টি কোন প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠলো:

বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য হীনতা ও পরিবেশ অবনমন এর বিষয়টি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে একেবারে যে অজানা ছিল তা নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়

রোধ এর প্রয়োজনীয়তা, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, সামুদ্রিক প্রাণী ও নানাবিধ সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহারে নানা সময়ে আলোচিত হয়েছে পরিবেশ সংকট। যখন জল, স্থল ও বায়ুমন্ডলে প্রসারিত দূষণ পরিবেশের সামগ্রিক ভারসাম্য হীনতার পাশাপাশি সমগ্র মানব প্রজাতির ভবিষ্যতকেই বিপন্ন করে তোলে তখন এ বিপদের বাস্তবতা বিশ্বের বহু বিজ্ঞানী গবেষক রাজনীতি ও প্রশাসনের সঙ্গে সচেতন সাধারণ মানুষকেও ভাবিয়ে তোলে। রাসেল কারসেন তার বহুপঠিত গ্রন্থটি 'সাইলেন্ট স্প্রিং' - এ উন্নত কৃষি প্রযুক্তির অঙ্গ ডিডিটি কীটনাশক ঔষধে মারাত্মক কুফল সম্পর্কে আলোকপাত করে সাড়া ফেলে দেন। পল .আর .এলরিচ রচিত 'Population Bomb', 1968 খ্রিষ্টাব্দ, গ্রন্থ বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে মানুষের উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলে।

Baylis Smith & Owens সম্পাদিত 'The Globalization of World Politics' শীর্ষক গ্রন্থে Environmental Issue প্রবন্ধে John Vogler বলেছেন পরিবেশগত বিষয়গুলি জাতীয় সীমানা অতিক্রম করার ফলে সেগুলিও আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু ১৯৮৭ সালে Brundtland Commission এ রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' এর ধারণাটি জনপ্রিয় হওয়ার পূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিবেশ বিষয়টি সেরকম গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় Green Peace । এই গ্রিনপিস আন্তর্জাতিক পরিবেশ আন্দোলনের স্লোগান ছিল 'Think Globally Act, Act locally'। অত্যাধিক ব্যবহার হেতু ক্রমহ্রাসমান প্রাকৃতিক সম্পদ কিভাবে সংকট ডেকে আনবে এ সম্পর্কে তথ্যবহুল ও জনমত প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রতিবেদন Club of Rome। পরিবেশ সংকট সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন দেশে গড়ে ওঠে একাধিক বিশ্ব বিখ্যাত এনজিও যাদের মধ্যে জার্মানির গ্রিন পিস সর্বাধিক আলোচিত নাম।

আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ও সম্মেলন:

বসুন্ধরা সম্মেলন(১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ): প্রকৃতপক্ষে স্টকহোম সম্মেলন ছিল পরিবেশ সমস্যা মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগে প্রস্তুতি পর্ব। কুড়ি বছর পর বসেছে রিও সম্মেলন। উন্নয়ন ও পরিবেশ সমস্যার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে পশ্চিম শিল্পোন্নত দুনিয়ার সাথে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির তরজা নতুন করে জমে ওঠে বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রভৃতির আর্থিক পুনর্গঠনে সংক্রান্ত বহু বিবিধ ফতোয়াতে। এই প্রেক্ষাপটে ইউ এন ই পি (UNEP)এর উদ্যোগে পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত রিপোর্ট নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন পর সামনে নিয়ে আসে। সামগ্রিক এই বাতাবরণের অনুষ্ঠিত হয়েছে বসুন্ধরা বৈঠক।

১৯৯২ সালে বসুন্ধরা সম্মেলন এর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ঘোরাফেরা করেছে বিশ্ব উষ্ণায়ন ।এই সম্মেলনে উপস্থিত ১৫৩ টি দেশ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত একটি কাঠামোগত চুক্তিতে স্বাক্ষর করে চুক্তিটি ইন্টার্নেশনাল কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউ এন এফ সি সি সি- UNFCCC) নামে পরিচিত। রিও বোঝাপড়ার অন্যতম শর্ত ছিল এই যে পরিবেশ সংরক্ষণ মূলক আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ

গুলি কিভাবে কতখানি কার্যকরী হয়েছে তার নির্দিষ্ট সময় অন্তর খতিয়ে দেখা, ক্রমবর্ধমান বিশ্ব উষ্ণায়ন ঠেকাতে হলে বায়ুমন্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের ঘনত্ব কমানো জরুরি প্রভৃতি।

পরিবেশ ও উন্নয়ন প্রশ্নে স্টকহোমে দুই বিশ্বের উত্তর-দক্ষিণে মধ্যে যে বিরোধ প্রকাশ পেয়েছিল Rio-তে তা চরমে পৌঁছায়। অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ কার্যত দুটি পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অনেক রাজনৈতিক দর কষাকষি পর রিও সম্মেলন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে দুটি বড় সনদ গৃহীত হয়। একটি আবহাওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত এবং অন্যটি জীব বৈচিত্রের সংরক্ষণের সংক্রান্তঃ। রিওর সবচেয়ে বড় অঙ্গীকার পত্রটি ছিল এজেন্ডা ২১। একটি সুবিশাল ও সুচিন্তিত দলিল, যার মাধ্যমে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র ক্রমবর্ধমান ভারসাম্যহীনতার চিত্রটির পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে অবশ্যকরণীয় সমগ্র পত্রটি নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন ধারণার সাথে জড়িত।

কিয়োটো চুক্তি : বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক স্তরে যে সমস্ত সম্মেলন হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে সফল ও কার্যকর হিসেবে কিয়োটো শহরের তৃতীয় সদস্য সম্মেলনটির উল্লেখ করতে হয়। এই সম্মেলনে 'কার্বন ব্যবসা' (Carbon trading) কথাটির উদ্ভাবন। কার্বন ব্যবসা কথাটি হলো কোন দেশের যে পরিমাণ কমানোর দায় চাপানো হবে সে যদি তার চেয়ে বেশি নিঃসরণ কমাতে পারে তাহলে সে একটি ছাড়পত্র পাবে যে ছাড়পত্র অনুযায়ী বাড়তি যতটুকু নিঃসরণ কমিয়েছে ততটুকু নিঃসরণ করার করার অধিকার তাকে ফেরত দেওয়া হবে। এই অধিকার কে বলা হচ্ছে কার্বন অধিকার। অর্থাৎ আমেরিকা চাইছিল অর্থের বিনিময়ে নিঃসরণ রাস এর দায়ভার নিজের কাঁধ থেকে নামাতে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৭ সালে যখন কিয়োটো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তখন কার্বন ব্যবসা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও পরে আমেরিকার দাবি মেনে নেওয়া হয়। ১৯৯০ সাল কে ভিত্তি করে ঠিক হয় যে পশ্চিমী শিল্পোন্নত দুনিয়া বার্ষিক ৫.২ শতাংশ হারে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয় ৭ শতাংশ এবং ইউরোপীয় সংযুক্ত দেশগুলোর জন্য ৮% । পক্ষান্তরে আবহাওয়া ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ সংক্রান্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়; ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটো শহরে যা কিয়োটো প্রটোকল নামে বিখ্যাত।

বালি সম্মেলন:

কিয়োটো চুক্তির মেয়াদ ছিল ২০১২ সাল পর্যন্ত। ২০০৭ সালে বালিতে ত্রয়োদশ সদস্য সম্মেলন বসে ছিল। সেখান থেকেই বিষয়টি মূল আলোচ্য হয়ে ওঠে। ১. এ বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কিভাবে আরো কমানো যায় তা নিয়ে নতুন আরেক দফা আলোচনার সূত্রপাত করা।

২. সেই আলোচনার একটি নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচি ঠিক করা। ৩. নতুন আলোচনা পরিসমাপ্তির একটি সময়সীমা ঠিক করা। অতঃপর বালি সম্মেলনে শেষে যে দলিল প্রকাশ করা হয় সেখানে মূলত তিনটি

সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হয় এক চুক্তির মেয়াদ পূর্তির পর কী হবে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হবে। জলবায়ু পরিবর্তন সম্বন্ধে যে আশার বাণী শুনিয়ে ছিল বালি সম্মেলনের দলিল, রোডম্যাপ সে আশার গুড়ে বালি ঢেলে দেয় পরবর্তী সম্মেলনে। নিঃসরণের কমানোর প্রধান দায়ভারটি কার কে বহন করবে সেটি উন্নত বিশ্ব নাকি অনুন্নত বিশ্ব। এই পারস্পরিক চাপান উতারে ২০০৮ সালে সম্মেলন ভেস্তে দেওয়ার পর নতুন কৌশল ঠিক করে আমেরিকা ২০০৯ সালে কোপেনহেগেন সম্মেলনের অব্যাহতি আগে।

কোপেনহেগেনের পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। ২০১১ সালের ডারবান সম্মেলন ২০১৩ সালের সম্মেলন কি করতে হবে কবের মধ্যে করতে হবে এই সবের লম্বা ফর্দ তৈরি হয়েছে৷ কিন্তু কাজের কাজ যেটা একটা চুক্তি স্বাক্ষর যে চুক্তির আইনগত বৈধতা থাকবে সেটা হয়নি। ব্যর্থতার এই ভারসাম্যকে সঙ্গী করে এসে হাজির প্যারিস সম্মেলন।

প্যারিস চুক্তি (২০১৫ খ্রিস্টাব্দ):

জলবায়ু পরিবর্তন কে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ২০১৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে ভারতসহ ১৯৬ টি দেশ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহরে জলবায়ু নিয়ে অধিবেশন চলাকালীন আন্তর্জাতিক চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করে। চুক্তিটি ৮ই নভেম্বর ২০১৬ সালে কার্যকর হয়। তাপমাত্রা হ্রাসের জন্য , দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে , প্রতিটি দেশ নিজ নিজ ভূখণ্ডে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন রসের মাত্রা নির্ধারিত করে ও দায়িত্ব সহকারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা রূপায়ণ করবার জন্য আগ্রহী হয়।

প্যারিস চুক্তি বহুপাক্ষিক জলবায়ু পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ কারণ কোন একটি বাধ্যতামূলক চুক্তির দৌলতে সমস্ত দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে অভ্যন্তরীণ পদক্ষেপ নিতে স্বীকৃত হয়।

ভবিষ্যতের পথে:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপরে নির্ভর করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের মাধ্যমে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়িত করার কথা ভাবা হয়। স্বাক্ষরকারী দেশ প্রতি পাঁচ বছরে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণ মাত্রা বৃদ্ধির চেষ্টা করবে এবং ২০২০ (দুই হাজার কুড়ি) সালের মধ্যে নিজ নিজ দেশের জলবায়ু পরিকল্পনা বা Nationally Determined Contribution (NDC,s) প্রস্তুত করবে। এই এনডিসি মূলত গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করতে সংশ্লিষ্টদের কি কি পদক্ষেপ নিতে চলেছে ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি জনিত নেতিবাচক প্রভাব গুলি কমাতে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করতে চলেছে তার রুপরেখা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবে ।

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এর একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে ৪৮ টি নতুন এনডিসি জমা হয়েছে। প্রতিবেদনটি মূলত ২০২১ সালে গ্লাসগো শহরে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত যে সম্মেলন বা COP -২৬ এর আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে প্রায় সমস্ত দেশ নিজেদের এনডিসি সম্পর্কে স্বচ্ছতা বজায় রেখে বোঝার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। একথা পরিষ্কার যে বিভিন্ন দেশ নিজেদের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সম্ভাব্যতা বিচার করেই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ।

পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে 'নতুন পৃথিবীর' সন্ধানে আধুনিক মানুষের যাত্রা শুরু খুব বেশিদিনের নয়। একদিকে বিশ্বায়নের প্রবল হাওয়া মানবসমাজকে যেমন সামাজিক আর্থিক সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন ভাবে নতুন সাজে ভেঙেচুরে গড়ে তুলেছে অন্যদিকে জলে-স্থলে বায়ুমণ্ডলের মানুষের সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের ফলস্বরূপ সংকট পরিস্ফুট। পরিবেশ সমস্যার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সবচেয়ে বড় লাভ হলো এই সংকট বা বিপদ সম্পর্কে ক্রমশ বিশ্বজনীন ঐক্য মত বা সচেতনতা গড়ে ওঠা। সবুজ রাজনীতি বিশ্বরাজনীতির অঙ্গ।

পরিবেশ ও ভারতীয় সংবিধানঃ

বর্ষা বিশ্বাস, ষষ্ঠ সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
সাম্মানিক, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ, ২০২১

প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকেই ভারতীয় সমাজে বেড়ে ওঠা প্রকৃতি, পরিবেশ, বনাঞ্চল, তৃণভূমি, নদী ও অরণ্য সম্পর্কে ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি বরাবরই মানবিক ও হৃদয়মুলক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বনভূমি, তৃণভূমি, পশু-পাখি সম্পর্কে তৎকালীন মানুষের সহানুভূতি মুলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। দেখা যায় সব যুগেই মানুষ বিদ্যমান পটভূমিতে পরিবেশের সুরক্ষা ও পরিবেশ সম্পর্কিত প্রত্যেক বিষয় বিবেচনা করেছেন। মুঘল আমলেও সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে যে একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল সেটি লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশ আমলেও গাছপালা নদী সম্পর্কে অনেক গবেষণাপত্র এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রেম সম্পর্কে নতুন কিছু উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। পরিবেশ কেবল বর্তমান নয় ভবিষ্যত প্রজন্মেও মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে একান্ত আবশ্যক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সক্রিয় ক্রিয়া-কলাপ এর মূল কথাই হল- "development without destruction meeting the basic needs of man with out simultaneously destroying the resource base". (অর্থাৎ উন্নয়ন হোক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যথেষ্ট সম্পদ রেখেই) ।

সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও উদ্যোগ:

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনে ভারতের সংবিধানের চতুর্থ খন্ড পরিবেশ সংক্রান্ত বিধান যুক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি ৪৮(ক) ধারায় বলা হয়েছে- "রাষ্ট্র পরিবেশ রক্ষা ও তার উন্নতি এবং দেশের বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা করবে"। শুধুমাত্র রাষ্ট্রই নয় ৫১ক(ছ) ধারা অনুসারে - ভারতের সাধারণ নাগরিকদের কর্তব্য প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষিত ও তার উন্নতি ঘটানো এবং জীবন্ত প্রত্যেকটি প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা ও সমবেদনা দেখানো।

জীববৈচিত্র্য রক্ষার ব্যবস্থাপনা:

স্বাধীন ভারতে, ১৯৭২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর The Wild life (protection) act, বিধিবদ্ধ হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো- "An act to provide for the protection of wild animals or incidental thereto ".

১৯৮০ এর ২৭ শে ডিসেম্বর The forest (conservation) act, ১৯৮০ পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ হয় হয়, এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো- "An act to provide for the conservation of forest and for matters connected therewith or ancillary or incidental thereto".

আন্তর্জাতিক প্রভাব:

১৯৭০ - এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে এবং ভারতে পরিবেশ সংক্রান্ত নানা আইন প্রণীত হতে থাকে। পরিবেশের চেতনা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও বিশুদ্ধ পরিবেশকে একটি মানবাধিকারে পরিণত করার উদ্যোগও লক্ষ্য করা যায়।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭২ এর জুন মাসে ষ্টকহোমের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়- First UN conference on the Human Environment। ভারত এই সম্মেলনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং তারপর থেকেই ভারতীয় পার্লামেন্ট পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করতে থাকে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

ভারতের সংবিধানের বিভিন্ন তালিকায় এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে যে গুলির সঙ্গে পরিবেশ দূষণ যে যুক্ত তা লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্রীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত এমন কতগুলি বিষয় যেমন শিল্প, খনি ও খনিজ তেল, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি। রাজ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিষয় গুলি হল- জনস্বাস্থ্য ও অনাময় ব্যবস্থা, কৃষি এবং রোগের বিরুদ্ধে গাছ -গাছরার সংরক্ষণ, জমি, ভূমি, খনি ও খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ। যুগ্ম তালিকার কয়েকটি বিষয় হচ্ছে- বনভূমি, বন্য জন্তু ও পাখির সংরক্ষন, ফ্যাক্টরি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি।

স্থানীয় প্রশাসন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা:

কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট ১৯৮০, এমন কতগুলি বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে যেগুলির সঙ্গে পরিবেশের কোনো না কোনো সম্পর্ক লক্ষ্য করা অবশ্য পালনীয় কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে। যেমন-

১. রাস্তার দুই ধারে অন্যত্র গাছ লাগানো ও যত্ন করা।

২. রাস্তাঘাট জল দিয়ে ধোঁয়া ও পরিষ্কার করা।

৩. দূষণ ও শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

বঙ্গীয় মিউনিসিপাল ১৯৯৩ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কতগুলি বিষয়ের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক কোন না কোন ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

১. পয় প্রণালী ব্যবস্থা ও জল নিকাশি ব্যবস্থা ও নর্দমা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

২. পথের ধারে ও অন্যত্র বৃক্ষরোপণ ও তার যত্ন করা।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত অ্যাক্ট ১৯৭৩ এর মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত কতিপয় ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় ।যেমন সামাজিক বনসৃজন ও কৃষি বনসৃজন, জমি উন্নয়ন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ, জল পরিচালনা ও watershed development, এছাড়া রাস্তার দুধারে গাছ লাগানো ও যত্ন করা, পানীয় জল সরবরাহ করা গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে ।

নতুন কিছু আইন:

এই সাংবিধানিক ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রয়োজনের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করেছে। মূলত ২০১৩ থেকে ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ এই সময়ের মধ্যে যে সমস্ত তাৎপর্যপূর্ণ আইন গুলি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভারতে প্রণীত হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:-

1. ন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যাক্ট ২০১৫।
2. বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস ২০১৬।
3. প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস ২০১৬।
4. ই- ওয়েস্ট মানেজমেন্ট রুলেস ২০১৬।
5. সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস ২০১৬ প্রভৃতি।

তবে যতই আইন প্রণীত হোক দেশের নাগরিকদের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতা না এলে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

টেকসই উন্নয়নে 'গ্রীন গভর্নেন্স': প্রেক্ষিত ভারত

মৃণাল সিংহ বাবু, স্টেট এডেড কলেজ টিচার,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

গ্রীন গভর্নেন্স এর প্রেক্ষাপট:

পরিবেশগত সঙ্কট বৃদ্ধির কারণে সারা বিশ্বজুড়ে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা এবং উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সমস্যা ও সংকট মানব জীবনের অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে। ওজোন স্তর হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে জীববৈচিত্র্য হ্রাস, সম্পদের পুনর্নবীকরণ সমস্যা এবং

বিষাক্ত বর্জ্য রফতানি পর্যন্ত বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যাগুলি একটি জাতি রাষ্ট্রের সমস্যা শুধু নয়, বিশ্ব সমস্যায় পরিণত হয়েছে। আর এই ভাবনা থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে পরিবেশ সম্পর্কিত বসুন্ধরা সম্মেলন । ব্রুন্ডল্যান্ড কমিশনের প্রতিবেদনে প্রকাশিত সুস্থায়ী উন্নয়নের (Sustainable Development) ধারণাটি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ব্রুন্ডল্যান্ড কমিশন / Brundtland Commission (১৯৮৭) টেকসই উন্নয়নের যে সংজ্ঞা দেয় তাহল – 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা কে বজায় রেখে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানো কে টেকসই বা স্থিতিশীল উন্নয়ন বলে।' স্থিতিশীল উন্নয়ন ন্যায়সঙ্গত, সমন্বয় মূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি একটি উন্নয়ন, যা ন্যায়নির্ভর, স্বাবলম্বী, পরিবেশ-বান্ধব, অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর এবং দীর্ঘস্থায়ী। এর মূলনীতি হল পরিবেশগত স্থিতিশীলতা, সামাজিক ন্যায়, আন্তঃপ্রজন্মগত সমতা ও ন্যয় প্রতিষ্ঠা। আর এই সুস্থায়ী উন্নয়ন কে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রের সরকারি-বেসরকারি প্রশাসনকে পরিবেশ রক্ষা এবং পরিবেশ বজায় রেখে স্থায়ী উন্নয়নের জন্য অনেক বেশি দায়বদ্ধ ও কার্যকরী হতে হয়েছে। আর এখানেই "গ্রীন গভর্নেন্স" ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিটি গড়ে উঠেছে। ভারতে সুস্থায়ী উন্নয়নের বিকল্প পথ হিসাবে "গ্রীন গভর্নেন্স" (Green Governance) কিভাবে কার্যকরী হয়েছে সেদিকটি এই আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে গ্রীন গভর্নেন্স:

গ্রীন গভর্নেন্স লক্ষ্য হ'ল মানব ও প্রকৃতির সম্পর্ককে যুক্তিযুক্তভাবে সমন্বয় করা, অর্থাৎ একই সাথে অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশের সুষম বিকাশকে সক্ষম করা। গ্রীন গভর্নেন্স আইন, বিচার ও শাসন বিভাগ এবং আমলাতন্ত্রকে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য দায়বদ্ধ করে। এবং পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলো ও নাগরিকদের দায়বদ্ধ ও বাধ্যবাধকতা প্রদান করে।

সাংবিধানিক ভাবে গৃহীত ব্যবস্থা:

ভারতের সংবিধানে ভারত রাষ্ট্রকে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছে। মূল সংবিধানে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে সরাসরি কিছু না বলা হলেও ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নতি বিষয়ে লিপিবদ্ধ হয়। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং প্রতিটি নাগরিককে পরিবেশ সুরক্ষা এবং উন্নতি করার জন্য এটি বাধ্যতামূলক করে জনগণের দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন মাত্রাকে সংযুক্ত করেছে। নির্দেশমূলক নীতি ও মৌলিক কর্তব্যের মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য নাগরিকদের দায় বদ্ধতা কথা উল্লেখিত হয়েছে। সংবিধানের ২১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি তার জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হবে না। পরিবেশ দূষণজনিত দূষিত বায়ুমণ্ডলের দ্বারা ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগ করা সংবিধানের ২১ নং ধারা লঙ্ঘনের সমতুল্য। এছাড়া ১৯৭২ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭৪ সালে

জল দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণআইন, ১৯৮১ সালে বায়ু দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮৬ সালে পরিবেশ সুরক্ষা আইন, ২০০৬ সালে তপশিলী উপজাতি ও অন্যান্য অরণ্যবাসীদের বন ঔঅধিকার প্রদানের জন্য 'Recognition of Forest Rights Act'. বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ওজোন গ্যাস সম্পর্কিত মন্ট্রিল প্রোটোকলের যোগদানকারী সদস্য হিসেবে ভারত সরকার ২০০০ সালে "Ozone Depleting Substances (Regulations) Rules", প্রণয়ন করেছে, যে আইনের মূল কথা ছিল ওজোন-ধ্বংসকারী পদার্থের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করা এবং এ বিষয়ে বার্ষিক ব্যয় হ্রাস নির্দিষ্ট করা, ওজন ধ্বংসকারী পদার্থের উৎপাদন নতুন ক্ষমতা বাড়ানোর উপর নিষেধাজ্ঞা এবং আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ২০০৬ সালে ভারত সরকার 'National Environment Policy' গ্রহণ করে সমস্যাযুক্ত পরিবেশ সম্পদের সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য।

গ্রীন গভর্নেন্স ও গ্রীন ট্রাইবুনাল:

ভারতে গ্রীন গভর্নেন্সের বাস্তবায়িত রূপ গ্রিন ট্রাইবুনাল এর মধ্যে প্রকাশিত। ১৯৯৫ সালে ভারত সরকার National Environment Tribunal Act প্রণয়ন করেন। এই আইনে বিপজ্জনক পদার্থ পরিচালনার সময় যে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার ক্ষতির জন্য কঠোর দায়বদ্ধতা প্রদান করা এবং ব্যক্তি, সম্পত্তি এবং পরিবেশের ক্ষতির জন্য ত্রাণ এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া নির্দেশিত হয়। ২০১১ সালে পরিবেশ সম্পর্কিত জাতীয় দুর্ঘটনা জনিত মামলা দ্রুততার সঙ্গে পরিচালনার জন্য ও উচ্চ আদালত সমূহের অত্যধিক চাপ কমিয়ে আনার জন্য এই গ্রীন ট্রাইবুনাল (National Green Tribunal) গঠিত হয়। এই ট্রাইবুনাল প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার নীতির দ্বারা পরিচালিত।

গ্রীন গভর্নেন্স ও বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা :

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরে বিভিন্ন সাংবিধানিক ও আইনি প্রশাসনিক পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নের সমস্যা, প্রশাসনিক সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব, উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব প্রভৃতি কারণে পরিবেশ সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এর ফলস্বরূপ এগিয়ে আসতে হয়েছে উচ্চতর আদালত সমূহকে। আর ১৯৮০ এর দশকে জনস্বার্থ মামলা (Public Interest litigation, PIL) আদালতের পরিবেশ সুরক্ষার এক্তিয়ার ও দায়বদ্ধতাকে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। নাগরিকদের মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য মানুষ প্রকৃতির সম্পর্ক কে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছে। রাষ্ট্রের সুস্থায়ী উন্নয়ন কে বাস্তবায়িত করার জন্য ও পরিবেশ সুরক্ষা এবং জনসাস্থ্য রক্ষায় বিচার বিভাগের সক্রিয়তা ও দায়বদ্ধতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।গ্রীন গভর্নেন্স বাস্তবায়নে বিচারবিভাগীয় ভূমিকা কিছু উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে।

'রতলাম পৌরসভা বনাম বর্ধীচাঁদ' (1980) এ সুপ্রিম কোর্টের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য রায় দেয়, ভারতের কোন পৌরসভা তার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা দেখাশোনা করার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন না করার কারণ হিসাবে অর্থের অভাব প্রকাশ করতে পারে না। জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধার

অনুপস্থিতি এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্যের ক্ষয়ক্ষতিতে শিল্প দূষণকারীদের প্রতিরোধ না করা এক ধরনের মানবাধিকার লংঘন।

ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় কেন্দ্র করে 'ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া' (১৯৯০) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বিপর্যয়ের সাথে সম্পর্কিত এবং উত্থাপিত সমস্ত দাবী ও দায়বদ্ধতার পূর্ণ মীমাংসার জন্য ইউনিয়ন কার্বাইড করপোরেশনকে ৪৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারতীয় ইউনিয়নকে প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। একইভাবে 'এমসি মেহতা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া' দিল্লি গ্যাস দুর্ঘটনা মামলায় সুপ্রিম কোর্ট দিল্লী শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ওলিয়াম এবং ক্লোরিন তৈরির জন্য শ্রী রাম ফুড অ্যান্ড ফার্টিলাইজার ম্যানেজমেন্টকে ওলিয়াম গ্যাস ফুটো ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিল।

পর্যালোচনা:

স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য গ্রীন গভর্নেন্স হয়তো একটি বিকল্প। গ্রীন গভর্নেন্স সাধারণত সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রসমূহে পরিবেশ রক্ষা ও সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য এক ধরনের দায়বদ্ধতা ও কার্যকারিতা স্বীকৃতি দেয় তবে সরকারি বিভিন্ন বিভাগ, বেসরকারি ক্ষেত্রসমূহ, নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক দল, সর্বশেষে জনগণের পরিবেশ সচেতনতা, মানবাধিকার রক্ষার মানসিকতা ওপর সম্পদের পুনর্নবীকরণ ও বিকল্পে সম্পদ ব্যবহারে এর প্রযুক্তি প্রয়োগ সুস্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

উন্নয়ন, পরিবেশ ও মানবাধিকারঃ একটি ত্রিমুখী সমীকরণ পর্যালোচনা

রিচা শর্মা, লাবনী হালদার ও সুস্মিতা রায়,
চতুর্থ সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সান্মানিক, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

মানুষ ও পরিবেশ, উন্নয়ন ও পরিবেশ, মানুষের কল্যাণ, পরিবেশ এবং মানবাধিকার সকলেই এক বন্ধনহীন পারস্পরিক সম্পর্কে সম্পৃক্ত। পরিবেশ বিপন্ন হলে মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে। পরিবেশ সমস্যা- সংকট- দূষণ যেমন, তেমনি আবার সমাজ এবং অর্থনৈতিক প্রগতির জন্যই উন্নয়নের প্রয়োজন। আর মানুষের ক্রিয়া এবং শিল্প জনিত কর্মের কারণে পরিবেশ তথা জলবায়ু, ভূমি, খাদ্য, শব্দ দূষিত হয়। এভাবেই এই তিনটি বিষয় যথা, উন্নয়ন; পরিবেশ এবং মানবাধিকার একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কখনো উন্নয়ন পরিবেশ রক্ষার চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় আবার মানবাধিকারকে সুরক্ষিত করতে উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় । এই এই ত্রিমুখী সম্পর্কের জটিল সমীকরণ বিষয়ে আলোচনার জন্যই আমাদের এই নিবন্ধ।

পারস্পরিক অর্থ ও সম্পর্কঃ

আমরা জানি, মানবাধিকার হলো সেই সমস্ত অধিকার যা রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ভাবে একজন মানুষ মানব সমাজের সদস্য হিসাবে ভোগ করে থাকে। এগুলি চিরন্তন, সহজাত, সার্বজনীন। রাষ্ট্র কখনোই মানবাধিকারকে কেড়ে নিতে পারে না। ভারতীয়

সংবিধানের ২১ নং ধারায় জীবনের অধিকার হলো বাস্তবে এই যথার্থ মানবাধিকারের স্বীকৃতি। এই বেঁচে থাকার অধিকার বলতে বোঝায় বা জীবনের অধিকার এর অর্থ হল স্বাস্থ্যের অধিকার, বিশুদ্ধ বাতাস, নিরাপদ পানীয় জল ও বিকাশের অধিকার। কিন্তু পরিবেশ দূষিত হলে, জল দূষিত হলে, মাটি দূষিত হলে এই জীবনের অধিকার নষ্ট হয়। যত বেশি পরিবেশ দূষণ তত এই মানবাধিকারের সঙ্কট। আবার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে পরিকাঠামো বিকাশ ব্যতিরেকে বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার চাহিদাকে মেটানো সম্ভব নয়। তাই উন্নয়ন প্রয়োজন। উন্নয়ন তো আকাশে হবে না হবে মাটির পৃথিবীতে। আর সেটি হতে গেলেই পরিবেশে হাত পড়বে । তখন প্রশ্ন উঠবে আগে উন্নয়ন না আগে পরিবেশ। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে উন্নয়ন করতে হবে তাহলেই মানবাধিকার সুরক্ষিত থাকবে। স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রসঙ্গ ওঠে এই কারণেই।

দ্বান্দ্বিক সম্পর্কঃ

বিগত শতক গুলিতে আমরা দেখেছি ভারত সহ সমগ্র পৃথিবীতে যখনই উন্নয়ন ক্রমঅগ্রসরমান হয়েছে, ব্যক্তির কল্যাণে বিকাশের ধারণা এসেছে তখনই প্রশ্ন উঠেছে সুদুরপ্রসারী পরিবেশের সংকট নিয়ে। ভারতবর্ষের চিপকো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন, কুড়ণাকুলামে পারমাণবিক কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন সর্বত্রই এই উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইদানিংকালে আমরা কেদারনাথ ভয়াবহ বন্যা লক্ষ্য করেছি যার অন্যতম কারণ ছিল পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র কে গুরুত্ব না দিয়ে উন্নয়নের যজ্ঞে শামিল হওয়া। উন্নয়নের নাম করে আমরা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে পরিমান জল মাটির তলা থেকে শোষণ করছি, ফলে জলের স্তর কমছে, বিপুল পরিমাণ খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা মেটাতে আমরা কীটনাশক ব্যবহার করছি, আমরা সেচের কাজে মাটির তলার জলকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছি ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।যখন কোন বড় বাঁধ নির্মিত হয়, কিংবা বৃহৎ শিল্প বা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিহয়, নদীর জলে বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ মিশ্রিত হয়, তখন তার শিকার হন নিরীহ, প্রান্তবাসী মানুষজন। তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাদের মানবাধিকার লুণ্ঠিত হয়। ওড়িশার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আদিবাসীরা পার্বত্য অঞ্চলে বক্সাইট উত্তোলন পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আন্দোলন করেছে এবং সুপ্রিম কোর্ট-ও ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নিয়মগিরি পর্বত অঞ্চল এই বিশাল মাইনিং কোম্পানী যা পূর্বে স্টারলাইট নামে পরিচিত ছিল (বেদান্ত, বর্তমানে) তাকে বাতিল করে দেয়। আসলে জল, জমি, বন এগুলো সঙ্গে জড়িত থাকে মানুষের অস্তিত্ব। একে খর্ব করার অর্থ হলো মানুষের অধিকারকে ছিনিয়ে নেওয়া।

সুতরাং কেবলমাত্র কম্পালসারি ৫০ নম্বরের পরিবেশ বিদ্যা পড়ে উন্নয়ন, পরিবেশ ও মানবাধিকারের জটিল সমীকরণকে বোঝা সম্ভব নয় এর জন্য আরও বেশি সচেতন আন্দোলন রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং পরিবেশ সম্পর্কে মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন তাহলেই মানবাধিকার সুরক্ষিত হবে।

ক্যুইজ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

বিশ্বজিৎ পাল বি.এ.- রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স
(ষষ্ঠ সেমেস্টার) করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

১। সভ্যতার ঊষাকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান__________ নামে পরিচিত ছিল-

(ক) রাষ্ট্র দর্শন (খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান
(গ) রাষ্ট্র চর্চা (ঘ) বিজ্ঞান পদবাচ্য

২। "মহিলাদের কাছে মাতৃত্ব যেমন কাম্য, পুরুষের কাছে যুদ্ধও তেমনি অপরিহার্য" বলেছেন-

(ক) নাৎসি দলের নেতা হিটলার (খ) মুসোলিনী
(গ) গেস্টাপো (ঘ) লেনিন

৩। 'পাশবিক বল নয় সম্মতিই হল রাষ্ট্রের ভিত্তি'('Will, not force, is the basis of the state'.) মন্তব্যটি করেছেন-

(ক) আব্রাহাম লিংকন (খ) অ্যারিস্টোটল
(গ) গ্রীন (ঘ) জর্জ ওয়াশিংটন

৪। 'স্বাধীন জীবনের বাণী'- হিসাবে পরিচিত-

(ক) মার্কসবাদ (খ) উপযোগিতাবাদ
(গ) উদারনীতিবাদ (ঘ) আধিপত্যবাদ

৫। 'একদল এক নেতা'- বক্তব্যটি কাদের-

(ক) আধিপত্য শ্রেণীর (খ) জার্মানিদের
(গ) নাৎসিবাদের (ঘ) ফ্যাসিবাদের

৬। 'অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন' ("Political rights are meaningless unless there is economic equality".)- মন্তব্যটি করেছেন -

(ক) রবার্ট ডাল (খ) ম্যাকিয়াভেলী
(গ) অধ্যাপক লাস্কি (ঘ) অ্যালান বল

৭। 'পুঁজিবাদকে সাম্রাজ্যবাদের চরম পর্যায়' বলে ঘোষণা করেন-

(ক) লুসিয়ান পাই (খ) লেনিন
(গ) গ্রীন (ঘ) অ্যালান বল

৮। বিচার বিভাগকে "বড়লোকদের পয়সা খরচ করে তামাশা দেখার জায়গা"- বলে কটাক্ষ করেছেন-

(ক) গিলক্রিস্ট (খ) অস্টিন
(গ) রবার্ট ডাল (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৯। 'জাঁকজমকপূর্ণ সাক্ষী গোপাল'- বলে অভিহিত করা হয়-

(ক) পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কে
(খ) বৃটেনের রাজা কে
(গ) বৃটেনের রানীকে
(ঘ) এদের মধ্যে কোনোটিই নয়

১০। "অর্থনীতি 'পণ্য' নিয়ে আলোচনা করে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান 'মানুষ' নিয়ে আলোচনা করে"- মন্তব্যটি করেছেন-

(ক) আইভর ব্রাউন (খ) অ্যারিস্টোটল
(গ) প্লেটো (ঘ) মিচেলস

১১। "সমাজতত্ত্বের মূল সূত্র গুলি যারা জানেনা তাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া আর নিউটনের গতিসূত্রের জ্ঞানরহিত ব্যক্তিকেও জ্যোতির্বিদ্যা বা থার্মোডাইনামিক্স সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া একই কথা"। বলেছেন-

(ক) গিডিংস (খ) আইভর ব্রাউন
(গ)কোঁত (ঘ) রুশো

১২। "আন্তর্জাতিক আইনকে আইন শাস্ত্রের অনাথ শিশু"- বলে মন্তব্য করেছেন-
(ক) গ্রীন (খ)মিচেলস
(গ) অস্টিন (ঘ)সিজউইক

১৩। 'সুখী হতে হলে বিশ্রাম আবশ্যক' ('Leisure is essential to happiness'.) বলেছেন-
(ক) ম্যাকাইভার (খ) অ্যারিস্টোটল
(গ) এস.পি .ভার্মা (ঘ) ডেভিড ইস্টন

১৪। "সমাজতন্ত্র একটা টুপির মত এবং সকলে একে ব্যবহার করায় এর আকার নষ্ট হয়ে গেছে" - মন্তব্যটি করেছেন-
(ক) জন স্টুয়ার্ট মিল (খ) স্ট্যালিন
(গ) রেঁনা (ঘ) সি. ই. এম. জোড

১৫। "দুনিয়ার মজদুর এক হও"("Workers of the world unite.") স্লোগানটি-
(ক) মার্কসবাদীদের (খ) উপযোগিতাবাদ এর
(গ) বুর্জোয়া শ্রেণীর (ঘ) আধিপত্যবাদের

১৬। "জনগণই হল মূল, রাষ্ট্র তার ফলশ্রুতি মাত্র" উক্তিটি করেছেন-
(ক) গান্ধীজী (খ) মদনমোহন তর্কালঙ্কার
(গ) অধ্যাপক এমাজউদ্দীন (ঘ) প্রত্যেকেই

১৭। গান্ধীজী তার রাষ্ট্রবিহীন গণতন্ত্রকে_______বলে অভিহিত করেছেন-
(ক) আদর্শ সমাজ (খ) পৌর সমাজ
(গ) রামরাজ্য (ঘ) আদর্শ রাষ্ট্র

১৮। "ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতি গ্রস্থ করে এবং চরম ক্ষমতা মানুষকে চরম দুর্নীতি গ্রস্থ করে তোলে" ("Power corrupts and absolute power corrupts absolutely".) বলেছেন-
(ক) অ্যারিস্টোটল (খ) ডেভিড ইস্টন
(গ) লর্ড অ্যাক্টন (ঘ) গ্রীন

১৯। নিম্নলিখিত কোন দুটি "জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র" (Welfare state)-
(ক) নেপাল ও ভুটান (খ) ভারত ও বাংলাদেশ
(গ) ব্রিটেন ও আমেরিকা (ঘ) ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

২০। "Long live king,the king is dead"- এই প্রবাদ বাক্যটি হল-
(ক) ভারতের (খ) আমেরিকার
(গ) বৃটেনের (ঘ) বাংলাদেশের।

পুস্তক পর্যালোচনা:

রাজনৈতিক তত্ত্ব পরিচয় মৌলিক ধারণা

লেখক :- গৌতম মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক :- সেতু প্রকাশনী

সংস্করণ :- নভেম্বর, ২০১৮

ISBN :- 978-81-933898-8-1

সৌম্যদীপ কর্মকার, ষষ্ঠ সেমিস্টার,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সাম্মানিক, ২০২১

রাজনীতি বা Political science নিয়ে পড়তে হলে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বা বর্তমান সময়ের সাধারণ মানুষদের রাজনীতি বিষয়টি কি বা রাজনীতি বলতে কী বোঝায় এটা জানা খুবই প্রয়োজন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে রাজনীতির অর্থ ও প্রকৃতি সম্পর্কে যেমন স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার, তেমন রাষ্ট্র, জাতি, সার্বভৌমিকতা, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এর প্রকারভেদ ও আন্তঃসম্পর্ক, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য এর আন্তঃসম্পর্ক, মৌলিক অধিকার ন্যায় বিচার ও স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও নাগরিকতা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন।

গৌতম মুখোপাধ্যায় তাঁর "রাজনৈতিক তত্ত্ব পরিচিতি মৌলিক ধারণা" গ্রন্থটিতে এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, এই বইটিকে মূলত প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন তিনি।

প্রথমত: রাজনীতির অর্থ, রাজনীতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা এবং রাজনীতির সংজ্ঞা ও politics বা রাজনীতির উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আইনের শর্ত ও আইন প্রয়োগ করার পদ্ধতি, এবং আইনের দ্বারা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা ও সমাজে রাষ্ট্রের প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার সম্পর্কে অতি সহজ ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: জনসাধারণের অধিকার নিয়ে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চিরকালীন সমস্যা। ন্যায়বিচার এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বাধীনতা-গণতন্ত্র কতৃত্ববাদ এবং নাগরিকতা সম্পর্কে সবিস্তারে সহজ-সরল ভাষায় বিশ্লেষিত করা হয়েছে।

বর্তমানে UGC নির্দেশিত CBCS সিস্টেমের রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স এর প্রথম সেমিস্টারের Paper -1 পাঠ্যসূচিতে 'রাজনৈতিক তত্ত্ব পরিচয় ও মৌলিক ধারণা' অংশটি রাখা হয়েছে। তার সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে এই পুস্তকটি বিশেষ সাহায্যকারী বলা যেতে পারে। এই বইটি বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে। এবং প্রত্যেকটি বিষয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে উপস্থাপিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা তো বটেই, সাধারণ মানুষের ও এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশদে স্বচ্ছ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই বিষয়ে আগ্রহী কোন ব্যক্তি এই পুস্তকটি নিজের সংগ্রহে রাখতে পারেন।

বিভাগের অন্দরমহল

2nd Semester Result - 2020, January – June
(Political Science, Honours)

No.	Name:-	Reg. no	% of number	Remark
1	BARSHA KHATUN	018530	81.81 %	1st
2	ASOM REJA	018542	80.72 %	2nd
3	ASMINA KHATUN	018529	80.00 %	3rd
4	BAPAN SHAH	018543	78.90 %	Q
5	MANIRUL SARDAR	018546	78.54 %	Q
6	RUMANA SULTANA	018537	78.18 %	Q
7	RAJESH SHAIKH	018550	76.72 %	Q
8	SOUVIK GHOSH	018556	76.72 %	Q
9	BITTU GHOSH	018544	76.36 %	Q
10	FIROJA KHATUN	018531	76.00 %	Q
11	INJABUL HOQUE	018545	76.00 %	Q
12	SAHIDUL ISLAM SARDAR	018553	76.00 %	Q
13	PRITAM MONDAL	018549	75.63 %	Q
14	MERINA KHATUN	018534	75.27 %	Q
15	MILINA KHATUN	018535	75.27 %	Q
16	SUVOMOY MONDAL	018559	75.27 %	Q
17	SUJAN SHAIKH	018557	74.54 %	Q
18	SUSMITA ROY	018540	74.18 %	Q
19	RICHA SHARMA	018536	73.09 %	Q
20	LABONI HALDER	018533	71.63 %	Q
21	PREMOMOY SHARMA	018548	70.18 %	Q

5th Semester Result (June to December, 2020) Political Science (Honours)

Prepared by:- ALAMIN SHAIKH, SOUMYADIP KARMAKAR . 6th SEMESTER, POLITICAL SCIENCE (HONOURS)

Sl no:-	Name :-	Reg. No :-	Roll no :-	SGPA grade
1	SANJU MONDAL	018622	3115121-180442	8.25
2	ALAMIN SHAIKH	018604	3115121-180296	8.25
3	JUKTALEKHA ROY	018585	3115121-180058	8.25
4	MOLI DAS BAIRAGYA	018589	3115121-180091	8.00
5	SUJAY MANDAL	018626	3115121-180477	8.00
6	TAHIDUL SHAIKH	018630	3115121-180498	7.75
7	BIKRAM HALDER	018607	3115121-180321	7.75
8	BARSHA BISWAS	018582	3115121-180025	7.75
9	SAMIM MONDAL	018620	3115121-180436	7.75
10	MAMONI BISWAS	018587	3115121-180076	7.50
11	DIPANKAR SWARNAKAR	018610	3115121-180342	7.50
12	BHASAN SARKAR	018606	3115121-180320	7.50
13	SOUMYADIP KARMAKAR	018623	3115121-180458	7.50
14	BISWAJIT PAL	018608	3115121-180329	7.75
15	MOUMITA BISWAS	018590	3115121-180094	7.50
16	SHYAMASHREE BISWAS	018596	3115121-180225	7.00
17	MAMPI MANDAL	018588	3115121-180083	7.25
18	SUDIPTA BISWAS	018625	3115121-180474	7.25
19	SONALI KHATUN	018597	3115121-180233	7.25
20	SUSMITA MONDAL	018599	3115121-180258	7.25
21	RAHUL BHATTACHARJEE	018614	3115121-180403	7.25
22	KOHINUR KHATUN	018586	3115121-180066	7.25
23	CHANDRA PRAMANICK	018583	3115121-180035	7.25
24	RUNA BISWAS	018595	3115121-180190	7.25
25	SUPRIYA MONDAL	018598	3115121-180252	7.25
26	AKASH PRAMANIK	018603	3115121-180291	7.50
27	RKHI DAS BAIRAGYA	018593	3115121-180154	7.25
28	SUJON SAIKH	018627	3115121-180478	7.25

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত আন্তঃবিভাগীয় কুইজ প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

KARIMPUR PANNADEVI COLLEGE
P.O.- KARIMPUR, DIST-NADIA, WEST BENGAL, INDIA, PIN-741152
WEBSITE- KARIMPURPANNADEVICOLLEGE.AC.IN

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

THIS IS AWARDED TO

Ananya Paul

for securing the FIRST POSITION in the Quiz Competition jointly organized by the Department of Political Science and Department of Zoology, Karimpur Pannadevi College on 9th May 2021 on the occasion of RABINDRA JAYANTI.

IFTIKAR RAHAMAN
Quiz Master; Assistant Professor, Department of Zoology

DR PRASENJIT SAHA
Assistant Professor
Department of Political Science

SRI KAUSTAV BHATTACHARYYA
Teacher-in-charge, Karimpur Pannadevi College

KARIMPUR PANNADEVI COLLEGE
P.O.- KARIMPUR, DIST-NADIA, WEST BENGAL, INDIA, PIN-741152
WEBSITE- KARIMPURPANNADEVICOLLEGE.AC.IN

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

THIS IS AWARDED TO

Rakhi Das Bairagya

for securing the THIRD POSITION in the Quiz Competition jointly organized by the Department of Political Science and Department of Zoology, Karimpur Pannadevi College on 9th May 2021 on the occasion of RABINDRA JAYANTI.

IFTIKAR RAHAMAN
Quiz Master; Assistant Professor, Department of Zoology

DR PRASENJIT SAHA
Assistant Professor
Department of Political Science

SRI KAUSTAV BHATTACHARYYA
Teacher-in-charge, Karimpur Pannadevi College

প্রাক্তনী সমাচার

আমার চোখে আমার বিভাগ

শ্রী রাজেশ রায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, প্রাক্তন ছাত্র, স্নাতক ব্যাচ, ২০১৫ থেকে ২০১৮, স্নাতকোত্তর, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

আমি করিমপুর পান্নাদেবী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। ২০১৫-২০১৮ বর্ষের ব্যাচ ছিলাম। এই কলেজ থেকে স্নাতক উত্তীর্ণ হয়ে ছিলাম। বর্তমানে আমি এখন এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। যাইহোক এবারে আমি আমার কলেজে কাটানো কিছু কথা ও মুহূর্ত গুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি।--

প্রথম সেদিনের স্মৃতি গুলিঃ

কলেজের প্রথম দিন নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা আলাদা রোমাঞ্চ কাজ করে। আমার মনের মধ্যেও সেইরকম একটা আলাদা রোমাঞ্চকর অনুভব এসেছিল। কলেজের প্রথম দিনে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢোকার মুহূর্তে এক অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই গানটির কথা মনে পড়ে যায় -

"আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে,
আমার ভাবনা যত উতল হলো অকারণে।"

কলেজে নবীন শিক্ষার্থী হিসেবে প্রথম দিনটা কেমন হতে পারে এটা ভেবেই আমার মন উতলা হয়েছিলো। আর যখন দেখতাম কলেজের দাদা-

দিদিরা ক্লাস না করে কলেজ মাঠে গাছের নীচে বসে গল্প করছে, তখন খুব খারাপ লাগতো। আর এর চেয়েও বেশি খারাপ লাগতো যখন স্যার ম্যাম-রা ক্লাস নিতে ঢুকতেন তখন ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের না পেয়ে ঘুরে চলে যেতেন। সেইদিন থেকেই এই ব্যাপারটা খারাপ লাগতে শুরু করেছিল। যাইহোক তারপর থেকে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, TIC স্যার ব্যবস্থা নেওয়াতে ক্লাসগুলো ঠিক মতো হতে শুরু করলো। এরপর থেকে দেখা যেত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম হলেও, প্রত্যেকটা ক্লাস ঠিকমতো হতো।

আর একটা ঘটনা বলি- আমি কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করার পর আমি আমার রাষ্ট্রবিজ্ঞান ডিপার্টমেন্ট খুঁজতে থাকি। তখন সামনে দেখছি একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে। উনাকে আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ টা কোন দিকে? উনি সদুত্তরে বললেন - 'এইভাবে তো বিষয়ভিত্তিক ডিপার্টমেন্ট ভাগ করা নেই আমাদের কলেজে, তুমি ওই সামনের ঘরটায় গিয়ে বসো।' সামনের ঘরে গিয়ে দেখি বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী তারাও বসে আছে। তাদের বেশিরভাগ ছিলো আমার অচেনা। তাই প্রথমদিকে একটু লজ্জা পেয়েই লাস্ট বেঞ্চে বসলাম। তারপর দেখছি আমার পরিচিতি দুই বন্ধু ক্লাস রুমে ঢুকছে। তাদের কে দেখে আমি আমার বেঞ্চে ডেকে নিলাম। প্রথম ক্লাসেই আলাপচারিতা পর্ব হলো স্যার ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। তারপর দিন থেকে নিয়মিত প্রতিনিয়ত ক্লাস হতো। আর আমিও প্রতিনিয়ত ক্লাসে অংশ নিতাম। সিনিয়র দাদা-দিদিরা ক্লাস করতো তাদের দেখতাম ও পরিচয় করার ইচ্ছেটা হয়েছিল সেটাও করলাম।

বিভাগের শিক্ষক মন্ডলী ও আমরাঃ

আমাদের সময়ে আমাদের ডিপার্টমেন্টে দুটি মাত্র স্যার ছিলেন। সেই কারণে আমাদের সিলেবাস শেষ করা প্রায়শই কঠিন ছিল। তাও আমরা ও স্যারেরা চেষ্টা চালাতাম সবকিছু ঠিকঠাক ভাবে নিয়ে যেতে। আমাদের ডিপার্টমেন্টের মেলবন্ধন এতোটাই ছিলো যা অন্য সকল ডিপার্টমেন্টের চেয়ে আলাদা। আমাদের ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান আমার প্রিয় স্যার এবং প্রিয় মানুষটির সান্নিধ্য পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করি। আমাদের ইচ্ছা ও স্যারের প্রচেষ্টা আমাদের ডিপার্টমেন্ট-কে এক অন্যমাত্রায় নিয়ে গিয়েছে।

যাইহোক আমরা ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা মিলেই একটা ঘরকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ করে তুলেছিলাম। এই ঘরটিতেই আমরা তারপর থেকে নিয়মিত ক্লাসের উপযুক্ত ঘর। এমনকি আরো একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিলো সেটা না বললেই না। সেটা হল- আমাদের সব ক্লাস গুলো শুধুমাত্র ডিপার্টমেন্টের একটি ঘরেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। কলেজের নানাবিধ সুন্দর জায়গায় আমরা ক্লাস করতাম। আর এর অধিকাংশেরই উদ্যোক্তা ছিলেন আমাদের বিভাগীয় প্রধান স্যারের। সত্যিই এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের, অপরূপ পরিবেশ ও প্রকৃতির মাঝে ক্লাস করার মজায় ছিল অন্যরকম অনুভূতি। আর শেষ ক্লাসের পর যদি কোনো ক্লাস না থাকে তাহলে তো স্যার অনেকটা সময় আমাদের নিয়েই কাটাতো। আর আমরাও স্যারকে কাছে পেয়ে অনেককিছু আলোচনায় সামিল হতাম।

আমাদের সময় কলেজ লাইব্রেরিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই পাওয়া মানে যুদ্ধ করা মতো। কারণ ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রীর তুলনায় বই সংখ্যা অনেকটা কম ছিল। আর যেসব বই ছিল সব পুরাতন, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টিই এমন যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ও সময়ের সাথে তার গতিপ্রকৃতি ও পরিবর্তনশীল। তাই সেইদিক থেকে একটু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম। যদিও এই সমস্যার সম্মুখীন স্যারেরা অনেকাংশে সমাধান করেছিল। স্যার ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা দারুণ মেলবন্ধন নির্মাণ সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ডিপার্টমেন্টে। কারণ স্যারেদের পড়ানোর ধরন আমাকে ও আমাদের ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রীদের সমৃদ্ধি করতো। এতো জটিল বিষয় গুলি স্যার উদাহরণ দিয়ে খুব সহজেই বুঝিয়ে দিতেন।

আমার ও আমাদের সকলের প্রিয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগকে আজ খুব মিস করি। সেই বেঞ্চে বসে বন্ধুদের সাথে বসে ক্লাস করাটা আজ হয়তো প্রাক্তনের খাতায় নাম তুলেছি বলে হয়ে ওঠে না। সময় পরিবর্তনশীল। তাই হয়তো সময়ের সাথে আমরা চালিত হয়েই করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ ও আমার প্রিয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্মৃতির মনিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছি। সময়গুলো আর ধরা না দিলেও স্মৃতি গুলো অনেক ভালো কিছু তুলে রেখে দেয়। তাই আজ আমাদের অতীতের দিনগুলো স্মৃতির খাতায় তোলা থাক।

একান্ত প্রার্থনাঃ

আমি ও আমাদের ডিপার্টমেন্ট পড়াশোনার জন্য যেসকল জিনিসের জন্য কিছুটা হলেও পিছিয়ে ছিলাম, সেগুলি বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা তারা যেন যথেষ্ট সুযোগ পায় এটাই আমার কলেজ ও ডিপার্টমেন্টের কাছে অনুরোধ। প্রতিবছর আমার কলেজ ও আমার ডিপার্টমেন্ট এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিতার মধ্যে ধাবিত হোক এটাই প্রার্থনা করি। প্রতি বছর বছর পুরাতন রেকর্ড কে ভেঙে দিয়ে নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি হোক। আর একটা কলেজ তখনই সুনাম করে যখন ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করে। আমরা সকল ছাত্রছাত্রীরা শপথ নিতে হবে আমরা নিজেরা ভবিষ্যৎ গড়বো ও কলেজের ঐতিহ্যকে সামনে তুলে ধরবো। বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের একটাই কথা বলবো সময়ের সাথে সাজুয্য রেখে তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলো। আমাদের কলেজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগকে সু-শিক্ষায় , সু-চিন্তায় , সু-ভাবনায় সমৃদ্ধ করে তোলো। আর সেটা আমরা ছাত্রছাত্রীরাই পারি। সমাজে অনেকে অনেক কিছু নেগেটিভ মন্তব্য করবে তাদের কে এড়িয়ে চলো এবং নিজের সু-লক্ষ্যে স্থির থাকো। একদিন না একদিন তোমার এই কঠিন লড়াই সাফল্যের শিরমনীতে পৌঁছাবে। তখন আমি-তুমি ;আমরা সকলে বলবো এই লড়াইতে আমিও ছিলাম এক যোদ্ধা।

ক্যুইজের উওর মালা

(১) ক (২) খ (৩) গ (৪) গ (৫) ঘ (৬) গ (৭) খ (৮) ঘ

(৯) গ (১০) ক (১১) ক (১২) গ (১৩) খ (১৪) ঘ (১৫) ক (১৬) ক

(১৭) গ (১৮) গ (১৯) ঘ (২০) গ

---------0---------

পত্রিকার শ্রদ্ধা বিভাগ যাদের অঙ্কিত চিত্রে ঋদ্ধঃ -

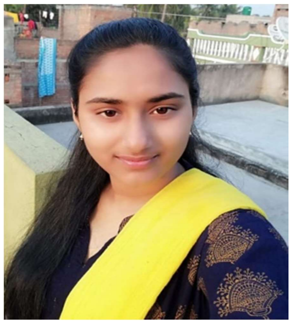

রুবিনা খাতুন, প্রথম সেমিস্টার, বিএসসি, (বায়ো) সাধারণ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

সুজাতা মন্ডল, তৃতীয় সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ, সাম্মানিক, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

পূর্বের সংখ্যার প্রচ্ছদ ছবিঃ